উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 JAL

আমার উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ALL

শীতের স্থানীয় সবজি নেই, দাপট ভিনরাজ্যের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভিনরাজ্যের শীতের সবজি।

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবজি ভাণ্ডার হলদিবাড়ি বাজারে টাটকা সবজি যেন উধাও। নেই ঢালাও গাঢ় সবুজ পাতার বাঁধাকপি, সাদা ধবধবে টাটকা ফুলকপি, চকচকে বেগুন! আছে কিন্তু আবার নেই, পেঁয়াজকলি, টমেটো, বড় দানার মটরশুঁটি কিংবা বিট, গাজর। শীতের মরশুমে শীতের যেমন দেখা নেই, তেমনই হাওয়া হয়ে গিয়েছে শীতের টাটকা সবজিও। এর আগে শীতের শুরুতে বাজারে গিয়ে এমন অপুষ্ট, বিবর্ণ, প্রায় আধশুকনো সবজি অনেকেই দেখেননি। অথচ এবার সেই সবজিই চড়া দামে কিনছেন ক্রেতারা। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্র বলেন, 'বাজারে এখন আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে। দামও আকাশছোঁয়া।'

অন্যবছর এমন সময় সবজিতে ভরে যায় হলদিবাড়ির বাজার। এবারের এমন উলটপুরাণের বিষয়ে চাষি থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী, সবাই অসময়ে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করেছেন। অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকায় সবজির জলদি চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পুজোর পর থেকে শীতের সবজির যে আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়, তার দেখা মেলেনি। প্রায় এক মাস দেরিতে সবজি চাষ শুরু হয়। এরপরেই পাইকারি বাজারে সবজির আকাল দেখা দিয়েছে। চাহিদা এবং জোগানের ফারাক হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের সব বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগে অতিবর্ষণের কারণে এবার অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় এবং বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে এবছর সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

বক্সিগঞ্জের চাষি নুর মহম্মদ বলেন, 'অসময়ের বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজি চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। তাই টমেটো, লংকা, কপি, বেগুন, পটল, লাউ, ওলকপি, ফুলকপি, পালং চাষ নষ্ট হয়েছে।'

কালিম্পংয়ে জৈব চাষ স্ট্রবেরির

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : রং ধরেছে কালিম্পংয়ের স্ট্রবেরিতে। ফলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে পাহাড়জুড়ে। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কালিম্পংয়ের এই স্ট্রবেরি আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারেও চলে আসবে।

গত অক্টোবরে সেখানকার ৩টি ব্লকের তিন শতাধিক চাষিকে উইন্টার ডাউন প্রজাতির স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছিল হর্টিকালচার দপ্তরের তরফে। তার আগে জুলাই মাসেও দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা। জেলা হর্টিকালচার অফিসার (ডিএইচও) সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কমলার চারা থেকে ফল মিলতে

সময় লাগে ৬-৭ বছর। মাঝের এই সময়ে চাষিদের বিকল্প সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ট্রবেরি।' কমলার সঙ্গেই ইন্টার ক্রপিং পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি রোপণ করে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে বলে দাবি দপ্তরের।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং-১ ব্লকের সিন্দেবং, পুদুং ও তাসিডিং, লাভা-আলগাড়া ব্লকের দলপচাঁদ, গীতডাবলিং ও গীতবিয়ং-পডং ব্লকের কাগে ও সেকিয়ং এলাকার চাষিদের কমলা ও স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মাল্চিং-এর মাধ্যমে ওই স্ট্রবেরি চারা রোপণ করা হয়। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফল হয়ে উঠেছে লাল টুকটুকে। ইতিমধ্যে স্বাদও পরখ করে দেখেছেন হর্টিকালচার দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি চাষিরাও। সিন্দেবংয়ের নীতু রাই নামক এক চাষির কথায়, 'এত ভালো স্ট্রবেরি যে এখানে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

আজ টিভিতে

প্রোডাকশন হাউস থেকে তিতিরকে লুক সেটের জন্য ডেকে পাঠায়। তিতির কি বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে অভিনয়ে সুযোগ পেয়েছে? **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৫৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৫ বদনাম, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ স্বপ্ন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০৫ মজনু, রাত ৯.৫০ তুমি আসবে বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ লাভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ অমানুষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হিং টিং ছট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

অমানুষ রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হোটেল ট্রান্সিলভানিয়া ৩ বিকেল ৪.৫৬ সোনি পিক্স

মন মানে না বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া দুপুর ১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

প্রাক-বড়দিন পালন

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে এবং বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহাসমারোহে পালিত প্রি-খ্রিস্টমাস বা প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াডাবরি এলাকার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সকল এলাকাবাসী। সাঁওতালি নাচ, গান ও বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ।

বাইবেল পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মযাজক ফিলিপ বললেন, বড়দিন আসতে বেশ কয়েকদিন দেরি থাকলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের এলাকায় প্রাক-বড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আজ বৃক্ষরোপণ, নাচ-গান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২.১২.২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং.ঃ ৪৯-এপি-২০২৪ (দুই প্যাকেট); কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহারে এসএআই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সাইডিং ডেভেলপমেন্টের কাজ - রেলওয়ে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স - নিউ কোচবিহার। টেন্ডার মূল্য: ২১,৪৮,২৭,৮২৬.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির চিহ্নে মানুষের সেবায়

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 1 No. of SHG work shed cum sales counter under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৫৯, ১৬০, ১৬৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। (সিভিল এবং পি.ওয়ে কাজ)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ১৫৯-এমএল ডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা-এর অধিক্ষেত্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ লাইন/ জামালপুরের অধীনে কল্যাণপুর রোড স্টেশনে একটি ডাইরেকশনাল লুপের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৬৯,৫১,৭৪৯.৪৯; (২) টেন্ডার নং. ঃ ১৬০- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন-III/এমএলডিটি-এর অধিক্ষেত্রের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে)-II/ জামালপুর-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে ওয়াইলেগ সহ জামালপুর ইয়ার্ড এবং জামালপুর-মুন্ডের লাইন (০-৭/৬৩৯) সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ট্রাক কার্যকলাপের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬৬,৯৯,৬২৫.৪৪; (৩) টেন্ডার নং. ঃ ১৬৪- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিজেল লোকো শেড, জামালপুরে বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৮৮,৮৭,৬৯৫.২২; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩ প্রতিটির জন্য ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in / ডি আর এম অফিস/এমএলডিটি। MLD-155/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Dinhata-I Panchayat Samity
Office of the Executive Officer
Dinhata-I : Coochbehar

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I P.S./07/24-25, dated- 29.11.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 16.12.2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata-I : Coochbehar

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

E-Tender are invited for 15th C.F.C. scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/06/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.in the last date for submission of tender is 19/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Tender Notice

DDP/N-29/2024-25, DDP/N-30/2024-25 & DDP/N-31/2024-25

e-Tenders for 27 (Twenty Seven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-29/2024-25 & DDP/N-30/2024-25 is 19.12.2024 at 12:00 Hours & DDP/N-31/2024-25 is 26.12.2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য (ইএন-০২/২০২৪) বেতন স্তর - ২ (জিপি ১৯০০/- টাকা) -এ সাংস্কৃতিক কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগ্য প্রার্থী, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের থেকে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য নিম্নরূপে দেওয়া ০২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ- সি = ০২টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ক্রম. নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা	পদের সংখ্যা
১	গিটারিস্ট	০১
২	নাট্য শিল্পী (মহিলা)	০১

আবেদন খোলার তারিখ ঃ ০৫/১২/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ ঃ ০৪/০১/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য বন্ধের তারিখ ১৪/০১/২০২৫।

আবেদনকারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো → রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) → রিক্রুটমেন্ট এগেইনস্ট কালচারাল কোটা।

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ ও রেক্ট.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির চিহ্নে মানুষের সেবায়

নিউ বঙ্গাইগাওঁএ কোচ, ট্রান্সফর্মার, অগ্নি শনাক্তকরণ এবং ট্রেকশ্বনের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২০। কাজের নামঃ কোচের সেটে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৬১-২০০৫ আইইডি-১ এবং মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার ইউনিট-০১ টি অনুসারে আর৪০৭-সি রেফ্রিজারেন্ট-০২ টি সহিত আরএমপিইউর অন্তর্ভুক্তিতে এলএইচবি ইওজি কোচসমূহের জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট আরএমপিইউ টাইপ-১। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯-২০০৯ আইইডি-১, টাইপ-১ অনুসারে, আরডিএসও স্পেসিফিকেশনএ বিবেচিত অনুসারে যোগানের সুবিধা অনুরূপে সা-সরঞ্জাম সহিত সম্পূর্ণ। (১) কেবল আরডিএসও অনুমোদিত উৎসে বিবেচনা করা হবে। (২) ডিআরজি. নং. আইসিএফএসকে৩-৭-৬-০৩৫৩ অনুসারে আর্থিং লাগ ব্যবস্থা আরএমপিইউর ওপরে হবে। (৩) প্যাকিংয়ের নির্দেশাবলী এইরকমে হবেঃ ওয়াটার প্রুফ জুট বস্তুর সঙ্গে ভাঁজ লাগা কাগজে প্যাক করা রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট এবং আইসিএফে খড়ের গদিতে সেইসমূহের যোগান এবং গাদা করতে হবে। খড়ের গদি রং করা হইতে হবে এবং শনাক্তকরণের জন্যে ফার্ম লোগো থাকতে হবে। কেবল কোচে এসি প্যাকেজ ইউনিটসমূহ লোড করার পরে খালী খড়ের গদিসমূহ ফার্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। বায়না রাশিঃ ৮,৩৫,৩৭০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯৪২। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইডি.২) অনুসারে ৪৩ডার চেইন কনফিগারেশন স্টার-স্টার, ৬০ কেভিএ ট্র্যাকশন ট্রান্সফর্মার ৭৫০ভি/৪১৫ভি, ৩ ফেজ। বায়না রাশিঃ ৬৮,১৫০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৪৬। কাজের নামঃ পরিশিষ্ট এ অনুসারে বিস্তৃত কাজের সুবিধারে সিএনজি রহিত ডিপিসিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ এবং দমন পদ্ধতির (এফডিএসএস) ব্যবস্থা করা। বায়না রাশিঃ ৪,৪২,৭৮০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘন্টায়।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২১। কাজের নামঃ মেসার্স মেধা ট্রেকশন ইকুইপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মেক-টিজি-৭১-৫৯-৬ (মেধা) পার্ট নং. এসপিটিএসএ০১২১৫৫আর০০০১। ১৬০০ এইচপি আইজিবিটি ডেমুর জন্যে এই আইটেমের হেতু প্রযোজ্য হওয়া আইসিএফ পরিশিষ্ট সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.ও.২৪.০০.৪৫ (আরইডি-০২) এর দফা নং. ৬ অনুসারে মাউন্টিং বোল্ট সহিত ট্রেকশন অল্টারনেটর কমপ্লিট (রেক্টিফায়ার এবং কাপলিং ছাড়া)। বায়না রাশিঃ ৩,২১,২৪০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৬৬। কাজের নামঃ ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্যে আরএসপি পিবি আইটেম নং ৭৮৯ অনুসারে ১০০ এলএইচবি কোচের হেতু (৪০০ পৌঁচাগয়) ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ব্রাকিং সিস্টেমের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং (এসইউপিপিএল-৪৩/২০২৩-২৪)। এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ইপিপিএফএসের কন্ট্রোল প্যানেলের মাউন্টিং ডাইমেনশনের হেতু ডিআরজি. নং. এমআই০০৭৮৫১ এএলটি নেই অথবা অনস্টিমের অনুসরণের দ্বারা এবং অনস্টিম অথবা স্পেসিফিকেশনঃ এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইডি.০৩ অনুসারে সামগ্রীর যোগান ধরা হবে। প্যাকিং এবং মার্কিং এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইডি. ০৩ অথবা অনস্টিম অনুসারে করা হবে (প্যাকিং, মাল পরিবহন এবং স্থাপনের শুল্ক সহিত)। বায়না রাশিঃ ২,৭৩,৭৬০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ৩০.১২.২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রগতিচিহ্নে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

কর্মখালি

প্রাইভেট ডাক্তারের গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 14,000/- শিলিগুড়ি। Ph : 82405 36937. (C/113497)

●

ন্যূনতম যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করুন শিলিগুড়িতে। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 78639 77242. (C/113498)

●

Wisdom School (CBSE), Nishiganj, Cooch Behar. Post : PRT & TGT, Salary : 10K-20K. 7602506869 / 9064081181 / 727807150 (W). (C/113827)

●

রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন - 9836710994. (M-112630)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 16/PS/PHD/2024-25, Date.-03/12/2024 and last date for submission of bids-11/12/2024 upto 1.30 pm**. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer, Phansidewa Panchayet Samity

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্য ১,৩৪,১৬,২৩৯.৯২ টাকা; বায়নার রকম ২,১৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতিচিহ্নে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

This is for the information of the public at large that the undersigned is one of the Co-owners of diverse lands situated in various Dags recorded in the owners name including land in L.R. Dag No. 24 & 78/492, in Mouza- Tari, J.L. No 68, within the ambit of Atharakhai 1 No. Gram Panchayat, District-Darjeeling, Police Station-Matigara, Pin 734013 (hereinafter referred to as the Said Property). The said Property is private property and any person attempting to transact with, encroach upon, enter into any contract concerning the said property under any purported document/s, shall do so at his/her/its/their own risk and peril as the said transaction shall not be under any legal mandate from the owners and any person, organisation having made any representation and/or intending to make any representation to any affiliating body, government department, local authority including the Office of the Atharakhai Gram Panchayet No. 1 and the BL & LRO which involves the said property shall do so at his own risk and peril and shall be responsible for the costs and consequences thereof.

Chandranath Dutta
Advocate, Calcutta High Court
10 Old Post Office Street
First Floor, Room No 21
Kolkata 700001
E mail : cndutta@gmail.com
9903478761, 8017398761

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায়, ৩/১২/২৪ তারিখে কোলকাতা হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113832)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kamlesh Kr. Singh এবং Kamalesh Kumar Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113614)

●

I Puni Saura, W/o Dinesh Saura, Resident of Vill. Subhasini TG, Ps. Jaigaon, P.o. Hasimara, Dt. Alipurduar. Puni Oraonsaura is written in my SBI bank account. Puni Saura and Puni Oraonsaura were indentified as one and only person as affidavit in Alipurduar Magistrate Court. (C/113833)

●

আমি নিশা শাহ, পিতা, লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ, স্থায়ী ঠিকানা ভগৎ সিং নগর, পোস্ট ও থানা জয়গাঁ, জেলা-আলিপুরদুয়ার। আমার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম রীনা দেবী শাহ লেখা আছে। আমার পুরোনো পাসপোর্টে ও আমার মায়ের আধার কার্ডে রীনা শাহ লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রীনা দেবী শাহ ও রীনা শাহ এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলেন। (C/113834)

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া (টিকিয়াপাড়া) মেন রোড, দোকান বিক্রয় হইবে। মোঃ ৯০৪৬৫১০১১১ (C/113826)

●

জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ায় মিলন বেকারির কাছে ১৪০০ স্কোয়ার ফু

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 JAL

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

আটের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

আটের পাতায়

শিলিগুড়িতে পণ্য বর্জন ● জলপাইগুড়িতে পর্যটকদের 'না' ● মালদায় হোটেলে নিষেধ

বয়কটের ডাক

অস্থির বাংলাদেশ

সানি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার আঁচ পড়ছে উত্তরবঙ্গে। পালটা বাংলাদেশ বিরোধী হাওয়ায় তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের আওয়াজ যেমন উঠছে, তেমনই দু'দেশের মধ্যে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ করার দাবিও পাখা মেলতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার আগরতলার মতো মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশিদের ঘরভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

শিলিগুড়ির একজন চিকিৎসক কয়েকদিন আগে নিজের চেম্বারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, ভারতের জাতীয় পতাকাকে প্রণাম না করলে তিনি সেই রোগীকে দেখবেন না। লক্ষ্য যে বাংলাদেশিরা, তা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট। ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যাত্রী আসা পুরোপুরি বন্ধ।

বাংলাদেশ থেকে অনেকে চিকিৎসা করাতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আসেন। সে দেশে অশান্তি শুরু হওয়ার পর সেই আসা কমেছে। বেড়াতে আসা প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের অনেক ছেলেমেয়ে পাহাড়-সমতলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে। তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতও থাকে। পর্যটকদের নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠায় এতে এপারের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একইভাবে বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাক কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতিতে। এজন্য উদ্বেগের মেঘ জমছে ব্যবসায়ী ও পর্যটনশিল্পে। যদিও তাতে সাধারণ মানুষ ও কিছু সংগঠনের মাথাব্যথা নেই। তারা বয়কটের পথে হাঁটতে চাইছে। যেমন বুধবার শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ নামে একটি সংগঠন। বুধবার মিছিল করে সংগঠনটি বাংলাদেশের পণ্য বিক্রি না করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করে। পোড়ানো হয় বাংলাদেশের কিছু পণ্য। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও হিন্দুদের অবদান ভুলে গিয়েছে। প্রতিবাদে এবং ওই দেশটিকে শিক্ষা দিতে এই পণ্য বয়কটের ডাক।' জলপাইগুড়ির একটি পর্যটন সংস্থা আবার বাংলাদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি ভারতের কেউ বাংলাদেশে যেতে চাইলে, তাঁদেরও সহযোগিতা করবে না বলে সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশি পর্যটকদের বয়কটের পোস্টার।

২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা দুটি পরিবার এবং জলপাইগুড়ি থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া ১০ জনের একটি পর্যটকদলের প্রস্তাবিত ট্যুর বাতিল করে দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় আমরা মর্মাহত। দেশের সম্মান আগে। তাই বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বয়কট চলবে।'

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন জলপাইগুড়ির দেবব্রত মজুমদার।

এরপর ছয়ের পাতায়

চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশ

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ঢাকা যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। দু'দেশের সংঘাত প্রশমনে এই উদ্যোগের আগেই ভারতকে কার্যত চোখ রাঙাল ইউনূস সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বুধবার ফেসবুক পোস্টে ভারতের শাসকগোষ্ঠী জুলাইয়ের অভ্যুত্থানকে জঙ্গি, হিন্দুবিরোধী, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা দখল হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন।

আরও এক কাঠি এগিয়ে বিএনপি'র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বুধবার বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিলে, আপনাদের অশুভ ইচ্ছা থাকলে আমরা বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালকে কবজা করে নেবে, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছে।'

এই বিএনপি নেতার কথায়, 'জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগ দেখে গোটা বিশ্ব কাঁদলেও ভারত শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।' ভারত বারবার কড়া বার্তা দিলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এখনও সুনিশ্চিত হয়নি বাংলাদেশে। বরং সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ঢাকায় রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে বুধবার ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের অভিযোগ তোলা হয়।

বৈঠকের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ। আওয়ামি লিগের আমলে গত ১৫ বছরের বেশি বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে বৈঠকে।'

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পাশাপাশি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ দেশের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত চুক্তি বাতিলের দাবিতে একমত হয়েছে দলগুলি। ভারতকে মর্যাদাপূর্ণ এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে। আসিফের কথায়, 'আমাদের শক্তিহীন, দুর্বল, নতজানু ভাবার অবকাশ নেই। যে কোনও অপপ্রচার ও উসকানির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব।'

তিক্ততার আবহে ঢাকায় দুই দেশের বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। ১০ ডিসেম্বর বৈঠকটি হতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমরা চাই ভালো সম্পর্ক। সেটা উভয় তরফেই হওয়া উচিত।'

এরপর ছয়ের পাতায়

তাহাদের কথা

মেলা নিয়ে মেলা কথা, ফিশফাশও কম নয়

শুভ সরকার

ক্যালেন্ডার কী বলছে, জানি না। তবে আসব আসব করতে করতে শীতকাল এসেই গিয়েছে। আর শীত নিয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসলে মিল গুনতে গুনতে হাজির হয়ে যায় পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড়, ভাপা পিঠে, পিকনিক আর অবশ্যই মেলা। থুড়ি মোচ্ছব। মেলা বিনা শীতকাল ভাবাই যায় না। সেই করোনাকালের পর থেকে এই গায়ে গা ঘষাঘষির কদর যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মেলায় গাদাগাদি ভিড় আমাদের শারীরিক ওমটুকুর আঁচ পোহানোর সুযোগ করে দেয়।

কোচবিহারে রাসমেলা। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব। একটা শীতের গা ঘেঁষে। আরেকটা একেবারে মাঝশীতে। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে মেলা নেই বটে, তবে কে না জানে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই প্রতিবেশী জেলার দুই জমজমাট উপলক্ষ্যের দিকে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দুই জেলা সদর ও আশপাশের বাসিন্দারা।

আর এই দুই মেলা ও উৎসবের মওকায় দিব্যি হাত সেঁকে নেন স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। সার্কাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি ছাপিয়ে একটা সময় তো ক্রমাগত কথা হতে থাকে রাজনৈতিক ফায়দা আর রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে। কোচবিহার রাসমেলা। আদর করে বলতে গেলে, এ মেলার বয়সের গাছপাথর নেই। শতাব্দীপ্রাচীন তকমাটাও যেন কম পড়ে যায়। কত লোক আসে, কত দোকান বসে, আর সবথেকে বড় কথা, এর সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ মেলা এমন, যেখানে বাপঠাকুরদার স্মৃতিচারণ মিলে যায় নয়া প্রজন্মের খুদের টমটম গাড়ি কেনার বায়নায়। ভেটাগুড়ির জিলিপিতে কামড় বসালে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যে রস, তা যতটা চিনির পাকে মিষ্টি, ততটাই আবেগের স্বাদে। তা এবার রাসমেলা শুরু হতে না হতে চর্চা শুরু হল মেয়াদ নিয়ে। সরকারি তারিখের পর আর ছাড় মিলবে, নাকি মিলবে না? শেষপর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল মেলার আয়োজক, অর্থাৎ কোচবিহার পুরসভা আর জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার টাগ অফ ওয়ার।

এ বলছে, সময় বাড়াতে হবে। আরেক পক্ষে গ্রেস পিরিয়ডে নারাজ।

এরপর ছয়ের পাতায়

নজরকাড়া

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

আটের পাতায়

'ধৃত' কেপমারকে বাজারে দেখে মারধর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ক্রেতা সেজে শহরে কেপমারির অভিযোগে মঙ্গলবার এক মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা। বুধবার সন্ধ্যায় ওই মহিলাকে ময়নাগুড়ি বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বাজারের ব্যবসায়ীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ওই মহিলাকে ধরে মারধর শুরু হয়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরা এসে মহিলাকে নিজেদের গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে আসেন।

এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই মহিলাকে চুরির অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও, পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, শহরে কেপমারির ঘটনা শুরু হওয়ায় ওই মহিলাকে সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে রেইকি করতে পাঠানো হয়েছিল। বাজারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি'র সুবল ঘোষের দাবি, 'কেপমারদের দলটিকে ধরার জন্য এবং চুরির সামগ্রী উদ্ধারের জন্য মহিলাকে দিয়ে জনবহুল এলাকায় রেইকি করা হচ্ছিল। দূর থেকে সাদা পোশাকের পুলিশের নজর রাখছিল। ভুল বোঝাবুঝির জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে।'

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য অনেক শাড়ি কেনার অছিলায় মঙ্গলবার ছয়জন মহিলার একটি দল ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন একটি কাপড়ের দোকানে ঢোকে। কিছুক্ষণ বাদে দোকানের মালিক লক্ষ করেন, ওই মহিলাদের কয়েকজন শাড়ির আঁচলের আড়ালে কিছু নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছুধাওয়া করে দলের একজনকে ময়নাগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়টি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়।

বুধবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত মহিলাকে সাদা পোশাকের এক তরুণের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। বাজারের উত্তেজিত জনতা তাকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ময়নাগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ও উর্দিধারী পুলিশকর্মীরা এসে মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন।

দোকান মালিক বলেন, 'অভিযুক্ত মহিলা বাজারে ঘোরাফেরা করছে শুনে তৎক্ষণাৎ আমরা তাকে ধরে ফেলি।

এরপর ছয়ের পাতায়

অভিযুক্ত মহিলাকে ঘিরে রেখেছে উত্তেজিত জনতা। উদ্ধারে পুলিশ।

কী ঘটেছে

- মঙ্গলবার মহিলা কেপমারদের দলটি ময়নাগুড়ি বাজারে হানা দেয়
- একটি দোকান থেকে শাড়ি চুরি করে তারা
- একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন বাজারের ব্যবসায়ীরা
- ওই মহিলাকে বুধবার বাজারে দেখে উত্তেজনা
- থানা থেকে ওই মহিলা কী করে বাইরে এল, প্রশ্ন

রোগীর পরিস্থিতি জানাতে নির্দেশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হলে একজন চিকিৎসককে তাঁর নিয়মিত পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি কখন কেমন থাকবে তা হাসপাতাল সুপারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রোগীর আত্মীয়পরিজনদের জানাতে হবে চিকিৎসককে। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সুরজিৎ কর পুরকায়স্থর নেতৃত্বে থাকা স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টেট লেভেল সিকিউরিটি অডিট কমিটি বুধবার জলপাইগুড়িতে এসে এমনই বার্তা দিয়েছে। এমনকি যে চিকিৎসকের অধীনে সিসিইউতে কোনও রোগী ভর্তি হবেন তাঁকেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর একইভাবে মেডিকেল কলেজে বা হাসপাতাল সুপারকে রিপোর্ট দিতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে যাতে অডিওযুক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বসানো হয় তার প্রস্তাব এদিন চিকিৎসকদের তরফে দেওয়া হয়েছে।

এদিন জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন প্রাক্তন ডিজি। বৈঠকের পর তিনি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের নির্মীয়মাণ স্থায়ী পরিকাঠামো এবং সুপারস্পেশালিটি বিভাগের নিরাপত্তা ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'দুই জেলা থেকে হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রস্তাব উঠে এসেছে। আমরা সেগুলো কলকাতায় ফিরে গিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দেব।'

রাতে চিকিৎসকদের সব থেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মদ্যপান করে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে অকারণে এই সমস্ত মদ্যপ ব্যক্তিরা চিকিৎসক এবং হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এই সমস্যা মেটাতে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা মেটাতে ব্রেথালাইজার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তা এখনও কার্যকর হয়নি। ওই ব্রেথালাইজার মেশিন চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রসূতি বিভাগে নবজাতক বদলের অভিযোগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে জন্মের পর যেখানে নবজাতককে প্রথম তার পরিবারের সদস্যদের দেখানো হয়

এরপর ছয়ের পাতায়

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী পরিকাঠামো ঘুরে দেখছেন সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ সহ সিকিউরিটি অডিট টিমের সদস্যরা।

চাকু দেখিয়ে বৃদ্ধার সোনার চেন ছিনতাই

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়িতে ঢুকে চাকু দেখিয়ে বৃদ্ধার সোনার চেন ছিনিয়ে নিল এক দুষ্কৃতী। চিৎকার করতে না করতে দুষ্কৃতী বাড়ির পেছন দিক দিয়ে চম্পট দেয়। ভয়ে জড়োসড়ো বৃদ্ধা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধওলাগুড়ির। বুধবার দুপুরে বৃদ্ধা মিনা রায় এবিষয়ে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রকাশচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'দুশ্চিন্তার বিষয়।প্রশাসনকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।'

মিনা জানিয়েছেন, ঘরে সন্ধ্যাবাতি দিচ্ছিলেন। সেই সময় বাড়িতে এসে কাকু বলে ডাকতে থাকেন মাফলার পরা এক তরুণ। কে ডাকছে দেখতে বেরিয়ে আসতে ওই দুষ্কৃতী চাকু ঠেকিয়ে তাঁর গলার সোনার চেন ছিনিয়ে নেয়। চিৎকার করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় ওই দুষ্কৃতী। তাঁর চোখের সামনে হেঁটে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। চুরি হওয়া সোনার চেনটি দশ গ্রাম ওজনের ছিল।

মিনাদেবীর স্বামী যোগেশচন্দ্র রায় বলেন, 'আমি বাজারে ছিলাম। পরে ভাইদের কাছ থেকে ঘটনার কথা জানতে পারি।'

কর্মশালা

চালসা, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বুধবার বাতাবাড়ির একটি রিসর্টে দু'দিনব্যাপী মুন্ডারি নৃত্য ও সংগীত বিষয়ক কর্মশালার সূচনা হল। কর্মশালার সূচনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমির সভাপতি দুলাল মুর্মু। এছাড়া ছিলেন বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমির সদস্য সচিব সন্তু বিশ্বাস, ভারত মুন্ডা সমাজের সহ সভাপতি অমর বারলা প্রমুখ।

এই কর্মশালায় মুন্ডারি সমাজের ভাষা, নৃত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। কর্মশালায় জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকার মুন্ডারি সমাজের ৬০ জন শিল্পী অংশ নেন। কর্মশালা শেষে সকলকে শংসাপত্র দেওয়া হবে।

সাইনবোর্ড দাবি

ওদলাবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত গোর্খা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় থাকা সরকারি, বেসরকারি সাইনবোর্ডগুলো দেবনাগরী ভাষায় লেখার আবেদন জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল আদিবাসী-গোর্খা সংযুক্ত সমিতি (আগোসস)-র তরফে। একইসঙ্গে ওদলাবাড়ি, তুড়িবাড়ি ও পাথরঝোরা এলাকায় পর্যটনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'আই লাভ ওদলাবাড়ি' সাইনেজ বসানোর দাবিও তুলে ধরেছেন আগোসস-এর সভাপতি সাগন মোক্তান সহ কুশল প্রধান, গণেশ রাই প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা ঘোষ বলেন, 'প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি জানানো হবে।'

বিশেষ গ্রামসভা

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার ঘর পাওয়া নিয়ে অভিযোগ পর্ব চলছে জলপাইগুড়িজুড়ে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাস বণ্টন নিয়েও অভিযোগ ছিল। অনিয়মের অভিযোগ তুলে স্মারকলিপিও দেওয়া হয় বিডিও অফিসে। সেই সূত্রে বুধবার অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২২ জন আবেদনকারীকে নিয়ে বিশেষ গ্রামসভা বসে। তাঁদের মধ্যে ক'জন ঘর পেয়েছেন জানিয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা ঘর পাননি, তাঁরা কেন পাননি সেটাও জানানো হয়।

সুপার চেকিংয়ের পরেও আবাস যোজনায় নানা অসংগতি

নিজের ভাঙা ঘরের সামনে অমিতা শীল।- সংবাদচিত্র

উত্তর মৌয়ামারির কারও নাম নেই

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : গোটা গ্রামে একজন গ্রামবাসীরও নাম নেই বাংলা আবাস যোজনায়। এতে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে দোমোহনি-১ পঞ্চায়েতের উত্তর মৌয়ামারি গ্রামে। সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য লিখিতভাবে পঞ্চায়েত প্রধান এবং ময়নাগুড়ির বিডিওকে জানিয়েছেন। যদিও ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানান, প্রথম পর্যায়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপকদের নাম এসেছে। বাকি যাঁদের নাম ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে তাঁরাও আগামীতে ঘর পাবেন।

ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-১ পঞ্চায়েতে ১৩টি বুথ রয়েছে। এরমধ্যে ১২টি বুথের ১৯৩ জন উপভোক্তার নাম বাংলা আবাস যোজনার প্রাপকের তালিকায় এসেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ১৬/৬৭ নম্বর বুথের ৬৪ জন উপভোক্তার নাম ওই তালিকায় নেই। অথচ তাঁদের নাম ঘর পাওয়ার যোগ্য হিসাবে পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো হয়েছিল।

অনিশ্চয়তা

- দোমোহনি-১ পঞ্চায়েতে ১৩টি বুথ রয়েছে
- এরমধ্যে ১২টি বুথের ১৯৩ জন উপভোক্তার নাম আবাস প্রাপকের তালিকায় এসেছে
- কিন্তু ১৬/৬৭ নম্বর বুথের ৬৪ জন উপভোক্তার নাম ওই তালিকায় নেই
- ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে উত্তর মৌয়ামারি গ্রামে

ওই গ্রামেরই দিনমজুর দীপক শীল, তাঁর স্ত্রী অমিতা ও দুই ছোট মেয়েকে নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে থাকেন। দীপকের কথায়, 'বর্ষায় ঘর দিয়ে জল পড়ে। পঞ্চায়েত থেকে ঘর প্রাপকদের যে তালিকা পাঠানো হয়েছিল তাতে আমার নাম ছিল। আশায় ছিলাম, এবার হয়তো ঘর পাব। কিন্তু প্রাপকদের যে নামের তালিকা এসেছে তাতে নাম না থাকায় হতাশ আমরা।'

একইভাবে স্থানীয় চা পাতা ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করেন গুনতি রায়। কয়েক বছর হল তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নামও পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো ঘরের তালিকায় ছিল। কিন্তু ঘর প্রাপকদের তালিকায় তাঁর নাম না আসায় হতাশার পাশাপাশি ক্ষুব্ধ গুনতি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সংগীতা রায়ও। তাঁর বক্তব্য, 'গোটা গ্রামে একজনেরও নাম ঘরপ্রাপকের তালিকায় আসেনি এটা মানা যায় না।'

এ ব্যাপারে দোমোহনি-১ পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা দত্ত জানান, ২০২২ সালের যে তালিকা ছিল সেখানেও এই বুথের ঘর প্রাপকদের নাম ওয়েটিং লিস্টে ছিল। আগামীতে রাজ্য সরকারের তরফে যাঁদের ঘর দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে এঁদের অগ্রাধিকার থাকবে বলে দাবি করেন প্রধান।

ফাটাপুকুরের টোল প্লাজায় ট্রাক থেকে উদ্ধার হওয়া গোরু। ছবি : রামপ্রসাদ মোদক

১৩টি গোরু উদ্ধার, ধৃত ১

বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : পাচারের পথে গোরু উদ্ধার করল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ফাটাপুকুর টোল প্লাজার কাছে ফাঁদ পেতে বসে থাকে। শুরু হয় একের পর এক গাড়িতে তল্লাশি। বুধবার সকালে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিহার থেকে অসমে পাচারের জন্য গোরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপর সন্দেহজনক ট্রাকটি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই সেখানে ফাঁকা ড্রামের আড়াল থেকে উদ্ধার হয় ১৩টি গোরু। ওই ঘটনায় ট্রাকচালক শহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত অসমের বাসিন্দা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নাকা চেকিং চলছে। এর আগে ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকায় গোরু, মোষ আটক করা হয়েছে। আটক করা গোরুগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।'

নাম বাদ পঞ্চায়েত সদস্যের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু বসাক সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের নাম।

পাকাবাড়ি এবং গাড়ি থাকার পরেও আবাস তালিকায় পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের বালাপাড়ার বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত বাবলু বসাক, তাঁর আত্মীয়পরিজন সহ মোট ১২ জনের নাম ছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে নিজে তদন্ত শুরু করেন সদর ব্লক আধিকারিক মিহির কর্মকার। অসংগতি উঠে আসতেই তালিকা থেকে সরাসরি নাম বাদ দেওয়া হয়।

সদর বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরে আমি নিজে ঘটনাস্থলে যাই। সবটাই নিজের চোখে দেখে আসি। বেশ কিছু অসংগতি দেখা যায় তালিকায় নাম থাকা ১২ জনের ক্ষেত্রে। সেকারণে আমরা সেই নামগুলো তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। এছাড়া আরও দুজনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।'

সোমবার পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছিলেন, পাকাবাড়ি ও গাড়ি থাকার পরে অনেকের নাম রয়েছে আবাস যোজনার খসড়া তালিকায়। পাহাড়পুর এলাকার বালাপাড়া বুথের এমনই বেশ কিছু ব্যক্তির নাম এবং আইডি নম্বর উল্লেখ করে বিডিওর দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছিল। যার মধ্যে ছিল স্বয়ং ওই বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু বসাকের নাম। অভিযোগ পেয়ে সেদিন রাতেই টিম নিয়ে এলাকায় যান বিডিও। প্রথমে তিনি গিয়েছিলেন বাবলুর বাড়ি। ঢুকতেই তাঁর নজরে এসেছিল পঞ্চায়েত সদস্যের পাকাবাড়ির সামনে দাঁড় করানো একটি গাড়ি, যা দেখে কার্যত অবাক হন পরিদর্শন টিমে থাকা সরকারি আধিকারিকরা।

আবাস যোজনায় ঘরের তদন্তে বিডিও। - ফাইল চিত্র

অভিযোগের তালিকায় ছিলেন এক উঠোনে বসবাসকারী বাবলুর মা পুলে বসাকও। বাবলুর পাশের বাড়ি চিন্ময় রায়ের। নিজের পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও সেদিন বিডিওকে একটি কাঁচা ঘর দেখিয়ে মিথ্যে কথা বলে চিন্ময় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগের তালিকায় নাম ছিল সুবীর বসাক, উপেন বসাক, হেমন্ত বসাক সহ বাবলু-ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজনের। প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে বিডিওর নজরে আসে পাকাবাড়ি। তখন স্পষ্ট হয়ে যায় ভুল তথ্য দিয়ে এঁরা আবাসের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। আবাসের তালিকা নিয়ে অভিযোগ জানানোর সময়সীমা পার হতেই প্রত্যেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয় প্রশাসন।

যদিও সোমবার বাবলু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জানিয়েছিলেন, তিনি যখন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন না এটা সেই ২০১৮ সালের তালিকা। যে কারণে সেই সময়ে তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে নাম এসেছিল। তিনি নিজেই প্রশাসনকে জানিয়ে আবাসের তালিকা থেকে নিজের নাম বাদ দেবেন।

এদিকে, আবাস নিয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর মঙ্গলবার ছিল অভিযোগ জানানোর শেষ দিন।

> অভিযোগ পাওয়ার পরে আমি নিজে ঘটনাস্থলে যাই। সবটাই নিজের চোখে দেখে আসি। বেশ কিছু অসংগতি দেখা যায় তালিকায় নাম থাকা ১২ জনের ক্ষেত্রে। সেকারণে আমরা সেই নামগুলো তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। এছাড়া আরও দুজনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।
>
> **-মিহির কর্মকার** *বিডিও*

বুধবার এবং বৃহস্পতিবার প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকাতেই গ্রামসভা হবে। যেখানে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি চূড়ান্ত তালিকা পেশ হবে। সেই তালিকা ৭ তারিখের মধ্যে ব্লক অফিসে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আবার ব্লক স্তরে ফের একবার যাচাই হবে। ব্লকগুলো থেকে আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা ১০ তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসনের কাছে যাবে। সেখানে খতিয়ে দেখার পরেই উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির টাকা পাবেন। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হওয়ার পর পুরোনো তালিকা থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে কত নাম কাটা গেল তা এই মুহূর্তে জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, চূড়ান্ত তালিকা থেকে বেশ কিছু নাম বাদ যেতে চলেছে।

হুইলচেয়ার প্রদান

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দুই বিশেষভাবে সক্ষম শিশুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে শিরোনামে এলেন অরবিন্দ পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল। তাঁর কাছে বুধবার খবর আসে, রায়পাড়া এবং মুন্ডাবস্তির দুই শিশু বিশেষভাবে সক্ষম। এদিন সকালে রাজেশ দুটি হুইলচেয়ার দুই শিশুর বাড়িতে পৌঁছে দেন। এছাড়াও অন্য কোনও সাহায্য লাগলে তাঁকে জানাতে বলেন।

হাতির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ নাগরাকাটা

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : কোথাও সাতসকালে শাবক নিয়ে জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকছে। কোথাও আবার ভোরবেলা গ্রামে ঢুকে গৃহস্থের উঠোনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আবার কখনও বালি-পাথর বহনকারী ট্র্যাক্টর ট্রলিকে দাঁত দিয়ে উঠিয়ে সটান মাটিতে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটাচ্ছে। সব মিলিয়ে হাতির দৌরাত্ম্যের ঘটনা ঘটেই চলেছে নাগরাকাটায়। বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে।'

মঙ্গলবার রাতে ডায়নার জঙ্গল থেকে ১০-১২টি হাতির একটি দল লালঝামেলা বস্তিতে যায়। বুধবার সকালে ফেরার সময় কয়েকটি হাতি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ডায়না সড়কসেতুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, বুধবার ভোরেই একটি দলছুট দাঁতাল ছাড়টগুু বস্তিতে ঢোকে। সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা মহম্মদ রসিদ নামে এক ব্যক্তির ট্র্যাক্টরের ট্রলিকে দাঁত দিয়ে উঠিয়ে মাটিয়ে আছাড় মারে। বন দপ্তর জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে ৩টি দলছুট হাতি নানা এলাকায় ঢুকে পড়ছে। সেগুলি লুকসান, ভগৎপুর, ক্যারন, গ্রাসমোড়, কাঁঠালধুরার মতো চা বাগান ছাড়াও ঘাসমারি বস্তি, ছাড়টগুু বস্তির মতো এলাকায় ঢুঁ মারছে। সেগুলিকে বাগে আনতে বিস্তর কসরত করতে হচ্ছে বনকর্মীদের।

প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগে কাউন্সেলিং

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে পারে কাউন্সেলিং। চলবে অন্তত ৩-৪ দিন। সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রধান শিক্ষক পেয়ে যাবে স্কুলগুলি।

বর্তমানে জেলার ১২০৯টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৮৯৩টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই। ওই পদের জন্য আবেদনকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদের জন্য যোগ্যদের স্কুল বেছে নেবে। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্যানেল তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় জানান, কাউন্সেলিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে পারে। চলতি মাসেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে।

> স্কুলগুলি যাতে স্থায়ী অভিভাবক পায় সেই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। নিয়ম মেনে নিয়োগ না হলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।
>
> **-বিপ্লব ঝা**
> *জেলা সম্পাদক , এবিপিটিএ*

কয়েক মাস আগে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হলেও মাঝে ভোটের কারণে তা থমকে যায়। গত সেপ্টেম্বরে জেলার ১৮টি শিক্ষা সার্কেলে প্রধান শিক্ষক পদে আবেদনকারীদের নিয়ে খসড়া প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল। পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়ায় বাকি প্রক্রিয়া তখন আর শেষ হয়নি। অফিস খোলার পর ওই কাজটি দ্রুত করা হয়েছে। খসড়া প্যানেলে নাম থাকা শিক্ষকদের নথি যাচাই করে চূড়ান্ত প্যানেল তৈরি করা হয়েছে।

এবিষয়ে, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শচীন দানাল বলেন, 'প্রধান শিক্ষক পেলে স্কুলগুলির কাজকর্মে আরও গতি আসবে। দ্রুত নিয়োগ শেষ করার দাবিতে ইতিমধ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।' এবিপিটিএর জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'স্কুলগুলি যাতে স্থায়ী অভিভাবক পায় সেই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। নিয়ম মেনে নিয়োগ না হলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

শিক্ষা মহল জানাচ্ছে, ২০১৩ সালে সর্বশেষ জলপাইগুড়িতে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নতুন করে আর কোনও নিয়োগ না হওয়ার কারণে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ আছে। টিআইসিরা স্কুল চালাচ্ছেন। জেলার সবচেয়ে বড় সার্কেল মেটেলির ১২৮টি স্কুলের মধ্যে ৮০টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই। সেখানে এবারে মোট আবেদনকারী শিক্ষকের সংখ্যা ১৩৬।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন কালচিনি

ট্রফি নিয়ে উল্লাস কালচিনি বোমজানের। ছবি : রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৪ ডিসেম্বর : মহাবাড়ি বস্তি এমওয়াইবিসি ক্লাবের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কালচিনি বোমজান। বুধবার ফাইনালে তারা ২৪-২১, ২৪-২৩ পয়েন্টে বার্নিশ দলকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন হেমু রায়। সেরা স্পাইকার যোগেশ লামা। সেরা ডিফেন্ডার দেবু রায়। সেরা সেটার কেসাং লামা। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল।

সুশান্তের ৩ উইকেট

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার বানারহাট তরুণ সংঘ ৫৭ রানে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। প্রথমে তরুণ ৩০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। কবির চট্টোপাধ্যায় ৭২ রান করেন। সুজিত বিশ্বাস ২৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মিলন ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। ৭২ রান করেন রাকেশ রায়। সুশান্ত বিশ্বকর্মা ১১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

শৌচালয়ে তালা

হেলাপাকড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দেড় বছর থেকে বন্ধ হেলাপাকড়ি বাসস্ট্যান্ডের শৌচালয়টি। ফলে অসুবিধায় পড়ছেন সকলে। স্থানীয় ব্যবসায়ী রঞ্জিত রায় বলেন, 'শৌচালয়টি রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো কোনও কর্মী না থাকায় গত দেড় বছর থেকে তালা ঝুলছে সেখানে।' যাত্রী পঙ্কজ রায় বললেন, 'শৌচালয় না থাকায় যাত্রীদের প্রতিনিয়ত অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।' স্থানীয় পদমতি-২ পঞ্চায়েতের প্রধান জবা বর্মন জানিয়েছেন, জলের সমস্যার জন্য শৌচালয়টি বন্ধ রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা হবে।

সরকারি জমিতে প্রকল্পে বাধা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : সরকারি জমিতে সরকারি প্রকল্পের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ফের উঠে এল সাহুডাঙ্গির অধিকারপল্লির নাম। বুধবার অধিকারপল্লিতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে একটি জলপ্রকল্পের সূচনা হয়। সেই কাজে মঙ্গলবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির পার্শ্ববর্তী একটি গোডাউনের মালিক ও তাঁর 'বাহিনী'র দিকে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অভিযোগটি তুলেছেন খোদ জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়।

এদিন মনীষা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডাবগ্রাম-২ এবং ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার জলনিকাশির ব্যবস্থা করা হবে। সেজন্য দরকার ছিল অন্তত চারকাঠা জায়গা। নদীর পার্শ্ববর্তী হওয়ায় এই জায়গাটিকে চিহ্নিত করে প্রশাসন। সেইমতো গত মঙ্গলবার বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা জায়গাটি দেখতে যান। মনীষার কথায়, 'সেই সময় কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

যদিও ওই গোডাউন মালিকের যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তার ম্যানেজার জীবনকুমার সিনহা কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফাই, 'কাজে বাধা দেওয়া হয়নি। কে বা কারা আর্থমুভার নিয়ে এসেছিল সেটাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল।' তবে জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে জীবনের বক্তব্য, 'আমার কিছু জানা নেই।'

ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, কী করে সরকারি জমিতে সরকারি কাজে কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়?

জমি তিস্তায়, ভিনরাজ্যে পদমতির বাসিন্দারা

রাকেশ রায়

হেলাপাকড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কথায় আছে 'তিস্তা পাড়ে বাস দুঃখ বারো মাস'। কথাটি অন্তত ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি এলাকার বাসিন্দাদের জন্য প্রযোজ্য। দশ বছর আগে তিস্তার প্রচণ্ড ভাঙনে পদমতির ঘরবাড়ি, জমিজায়গা তিস্তায় তলিয়ে গিয়েছে। আনুমানিক ৫০০ বিঘারও বেশি জমি তলিয়ে গিয়েছিল নদীগর্ভে। জমিজায়গা হারিয়ে সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন। কারও পরিবারের প্রধান কর্তা, আবার কোনও পরিবারের দুই ছেলে। কোনও পরিবারের বাবা-ছেলে দুজনেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছেন।

নদীভাঙনের পরে বাসিন্দারা খুবই অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত রায় বললেন, 'দশ বছর আগে তিস্তার ভাঙনে আমার ১৮ বিঘা জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে দুই ভাই মিলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করি। সামান্য যা জমি বেঁচে রয়েছে, সেখানে চাষ করতে বাড়ি এসেছি।'

প্রায় ৫০০ বিঘারও বেশি জমি তলিয়ে গিয়েছে তিস্তাগর্ভে। - সংবাদচিত্র

এলাকার ঝুনু রায়ের গলাতেও অভিযোগ। তিনি বলেন, 'জমিজমা, ভিটেমাটি হারিয়ে দিনমজুরের কাজ করছি। একদিন কাজ না করলে ভাত জোটে না। বাড়ির বাকি সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। নাহলে সংসার চলবে কী করে?'

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষার সময় বাঁধ ভেঙে চরম দুর্দশায় পড়েছিলেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার বাঁধ সংস্কার বা বাঁধ তৈরির আর্জি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বাঁচার তাগিদে স্থানীয়রা চাঁদা তুলে বাঁধ মেরামত করেছিলেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ বিশ্বাস। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বললেন, 'এতকিছুর পরেও সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই আমাদের দিকে। ৪৮ বিঘা জমি তিস্তার পেটে যাওয়ায় দুই ছেলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন।' স্থানীয়দের আক্ষেপ, সরকার পদমতির তিস্তাপাড়ের মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করলে হয়তো বাকি জীবনটা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবেই কাটাতে হবে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বললেন, 'তিস্তার ওপর রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি মাল এবং ক্রান্তি ব্লকে বেশ কয়েকটি ভাঙন প্রতিরোধের প্রকল্প নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।'

সাব-ডিভিশনাল কোর্ট মালবাজার। -সংবাদচিত্র

মালে মহকুমা আদালত নিয়ে জট

চা বাগানের জমি হস্তান্তরে বিতর্ক

মালবাজার, ৪ ডিসেম্বর : আদালত তৈরির জন্য চা বাগানের ৩০ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে। আর এনিয়েই প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। তাই, এ ব্যাপারে বুধবার মাল শহরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া সংগঠনের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিল কর্মকর্তারা। সেখানে বেশকিছু চা বাগান শ্রমিকের কাজ হারানোর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মাল ব্লক সভাপতি অমরদান বাক্সলা, সহকারী সচিব উত্তম লাকড়া, সংগঠনের মাল ব্লকের সচিব বাবলু মাঝি সহ প্রচুর চা শ্রমিক। পরে বাবুল জানান, আদালত তৈরিকে স্বাগত। কিন্তু তাঁদের দাবি ছিল, দায়রা আদালত তৈরির। এখন জানা যাচ্ছে, মাল শহরে আগে থেকেই মহকুমা আদালত ছিল। সেই আদালতটি এখানে তুলে আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া রাজা চা বাগানের ৩০ বিঘা জমি আদালতকে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্ল্যান্টেশনের জমিতে আদালতের একটি বোর্ড লাগানো হয়েছে। কিন্তু এত বেশি জমি কেন নেওয়া হচ্ছে? বিষয়টি কেউ স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছে না বলে তাঁর দাবি। বাবুল আরও বলেন, 'ওই জমির সঙ্গে চা বাগানের বহু শ্রমিকের জীবিকা জড়িত। এনিয়ে সবাই শঙ্কিত। রাজা চা বাগানের প্রতি একরে একজন করে শ্রমিক কাজ করেন। ১০ একর জমি নেওয়া মানে দশজন শ্রমিক কাজ হারাবেন। তাঁদের দায়িত্ব কে নেবে? আইন দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন এ নিয়ে নীরব। এই বিষয়গুলি প্রশাসনকে অবিলম্বে স্পষ্ট করতে হবে। নতুবা সমস্যা তৈরি হচ্ছে।' এ সম্পর্কে রাজা চা বাগানের ম্যানেজার হেমন্ত পাপলে বলেন, 'আমাদের কাছেও এ নিয়ে কোনও নির্দেশ আসেনি।'

জঙ্গল-সড়কে বন্যপ্রাণী-গাড়ি সংঘাতের শঙ্কা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া জাতীয় সড়ক দখল করে শাবক সহ হাতি দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা নতুন নয়। তবে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সড়কে কখনও শাবক সহ চিতাবাঘ, আবার কখনও শাবক নিয়ে বাইসন, কোথাও হরিণের পাল দাঁড়িয়ে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সড়কের মাঝ দিয়ে দ্রুতগতিতে চলাচল করা বিভিন্ন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কোনও নজরদারি নেই বন দপ্তর থেকে পুলিশ প্রশাসনের। ফলে বাড়ছে বন্যপ্রাণী-গাড়ি সংঘাতের আশঙ্কা। যদিও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাবি, একাধিক উদ্যোগ নেওয়ায় জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই কমেছে।

লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, 'যেভাবে বিভিন্ন বনাঞ্চলে অত্যধিক গতিতে গাড়ি চলছে তাতে যে কোনও সময় ফের বন্যপ্রাণীর প্রাণহানি ঘটতে পারে। অবিলম্বে প্রশাসনের গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।' একই দাবি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়েরও। তিনি বলেন, 'গাড়ির চালক থেকে সাধারণ মানুষ, বারবার সকলকে সচেতন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। প্রশাসনকে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

জঙ্গলের রাস্তায় এভাবেই চলে আসছে বুনোরা। -সংবাদচিত্র

বন বিভাগের গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলছেন, 'জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে একাধিক সচেতনতামূলক পোস্টার বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের জায়গায় নির্ধারিণ করা হয়েছে। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে চালসা ও লাটাগুড়িগামী জাতীয় সড়কে থ্রিডি আর্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি বন দপ্তরের কর্মীরা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে লাগাতার নজরদারি চালান।'

দিন কয়েক আগেই সামসিংয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার ওপর রাতের অন্ধকারে দুটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ শাবক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুধু ওই সড়কেই নয়, ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী জাতীয় সড়ক হোক কিংবা চালসা থেকে নাগরাকাটাগামী সড়ক, সব জায়গাতেই বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি লক্ষ করা যাচ্ছে। অপরদিকে, ওদলাবাড়ি থেকে কাঠামবাড়ির জঙ্গল হয়ে ক্রান্তিগামী রাজ্য সড়কেও দেখা মিলছে বন্যপ্রাণীর। অভিযোগ, ডুয়ার্সের বুক চিরে চলে যাওয়া এই সড়কগুলোতে বারবার গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে।

গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝের এই জাতীয় সড়কে গত কয়েক বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৪টি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ৮টি বাইসন, ২টি চিতাবাঘ, ৪টি সম্বর, ৭টি বানর ও ৩টি লেপার্ড ক্যাট রয়েছে। এছাড়াও বহু বন্যপ্রাণী এই রাস্তায় গতির বলি হয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আধিকারিক রাজা এম জানান, বন দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সম্মিলিত উদ্যোগে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে ওদলাবাড়ি-কাঠামবাড়িগামী রাজ্য সড়কে স্পিডব্রেকার বসানো হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী তিনি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একটুকরো পাহাড়।। *দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।*

অমিল গ্র্যান্ট, দুর্ভোগে শিক্ষকরা

ধূপগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্কুলের খরচের জন্য কোনও সরকারি গ্র্যান্ট আসেনি। যার জেরে বছর শেষ হতে চললেও স্কুলগুলির একাধিক কাজ এখনও অধরা। ফলে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষকরাও বিপাকে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে খোলাবাজারে বকেয়া রেখেই কিনতে হচ্ছে স্কুলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এদিকে, অর্থবর্ষ শেষের দিকে চলে এলেও কবে তহবিল মিলবে তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি জানাচ্ছে, স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০০-র নীচে হলে ২৫ হাজার টাকা, ১০০-র বেশি এবং ২৫০-এর নীচে হলে ৫০ হাজার টাকা, ২৫০-এর বেশি এবং ১০০০-এর নীচে হলে ৭৫ হাজার টাকা এবং ১০০০-এর বেশি পড়ুয়া হলে ১ লক্ষ টাকা তহবিল দেওয়া হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে নির্দেশিকা জারি করে সমগ্র শিক্ষা মিশন বিভাগ থেকে টাকা প্রদানের গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছিল।

গাইডলাইন মতে, কোনও নির্দিষ্ট বছরের (২০২৪) ১ এপ্রিল থেকে পরের বছরের (২০২৫) ৩১ মার্চের মধ্যে ওই তহবিল দেওয়া হয়। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত তহবিল আসেনি। বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জয় বসাক বলেন, 'পড়ুয়াদের থেকে টাকা নেওয়ার অধিকার নেই। সরকারি তহবিলে স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপানো, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা, ফোটোকপি, বিকল জিনিস মেরামত, বিদ্যুৎ বিল, পানীয় জল সহ একাধিক খরচ মেটানো হয়। এছাড়া খরচের গাইডলাইন মেনে স্কুলগুলি আরও নানা পরিকল্পনা করে রাখে। কিন্তু এবার এখনও তহবিল না আসায় সেগুলি করা যাচ্ছে না।' একই দাবি করেছেন দক্ষিণ গোঁসাইরহাট নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'গত বছর এই সময়ের অনেক আগেই টাকা এসে গিয়েছিল। কিন্তু এবছর এখনও ফান্ড আসেনি। স্কুলের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদের টাকাতেই করতে হচ্ছে। কবে টাকা আসবে তাও নিশ্চিত কেউই জানে না।'

সমগ্র শিক্ষা মিশন বিভাগের জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা আধিকারিক সঞ্জীব দাস টাকা না আসায় সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এখনও অনুমোদন আসেনি। তবে জলপাইগুড়ি নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের একই অবস্থা। ফান্ড এলে সমস্ত স্কুলগুলিতেই পাঠানো হবে।'

রাতে আবাস সমীক্ষা বন্ধের দাবি

সভার স্থান বদলে তর্জা

তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে স্থানীয়দের ভিড়। বুধবার।

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৪ ডিসেম্বর : রাতের আবাস যোজনার সমীক্ষা করা যাবে না। এই দাবিতে গতকাল মালবাজার বিডিও অফিসের কর্মীদের আটকে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। আর এই ঘটনার প্রভাব পড়ল গ্রামসভার কর্মসূচিতে। আচমকাই গ্রামসভার স্থান পরিবর্তনকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করল সিপিএমের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী।

অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা পঞ্চায়েত অফিসে না করে বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজন করার পেছনে ধোঁয়াশা রয়েছে। সেই গ্রামসভায় বিরোধীরা উপস্থিত না থাকায় আবাস যোজনার তালিকায় গরমিল করার আশঙ্কা করেছেন অনেকেই।

অন্যদিকে, বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়া। তিনি বলেন, 'প্রতিবাদ করার কোনও ইস্যু নেই, তাই তাঁরা এমন গণ্ডগোল সৃষ্টি করে গ্রামবাসীদের নজরে আসার চেষ্টা করছেন। আমরা পঞ্চায়েতের তরফে বিডিওর কাছে পুনরায় সমীক্ষার জন্য আবেদন করব।'

বিষয়টি নিয়ে বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার রাতের গণ্ডগোলের পর বুধবার সকালে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে নোটিশ দিয়ে গ্রামসভার স্থান পরিবর্তন করা হয়। গ্রামসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ওমর আলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে। যে কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই গ্রামসভায় উপস্থিত হতে পারেননি বলে অভিযোগ বিরোধীদের। তবে পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। বিরোধীরা পুনরায় প্রশ্ন তুলেছেন, কাদের স্বার্থে পঞ্চায়েত অফিস ছেড়ে বিদ্যালয়ের মাঠে সভা আয়োজন করতে হল? কেন আচমকাই পঞ্চায়েতের প্রধান স্থান পরিবর্তনের নোটিশ দিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না পঞ্চায়েতের কোনও সরকারই কর্মী বলেও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।

সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশীল রায়ের অভিযোগ, 'বুধবার গ্রামসভা আয়োজনের বিষয়ে গত সপ্তাহে নোটিশ করেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, পুনরায় বুধবার সকালে আচমকাই স্থান পরিবর্তন করে গ্রামসভা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকতে পারে। আমরা চাই সঠিক ঘরপ্রাপকদের ঘর তৈরি হোক। আবার সমীক্ষার কাজ শুরু করার আবেদন করব বিডিওর কাছে।'

> বুধবার সকালে আচমকাই স্থান পরিবর্তন করে গ্রামসভা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকতে পারে। আমরা চাই সঠিক ঘরপ্রাপকদের ঘর তৈরি হোক। আবার সমীক্ষার কাজ শুরু করার আবেদন করব বিডিওর কাছে।
>
> **সুশীল রায়,** সদস্য
> পঞ্চায়েত সমিতি

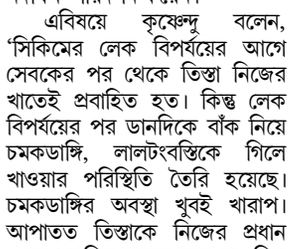

লালটংবস্তি। -সংবাদচিত্র

তিস্তার গতিপথ ঘোরাতে উদ্যোগী সেচ দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার ও সানি সরকার

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : গত বছর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর লালটংবস্তি ও চমকডাঙ্গিতে তিস্তার জল ঢুকে গিয়েছিল। তারপর এবছরের বর্ষার সময় সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে শিলিগুড়ির অদূরে চমকডাঙ্গি, লালটংবস্তি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতেও কয়েকটি গ্রামকে তিস্তা গ্রাস করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে নদীটিকে পুরোনো পথে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। বুধবার সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি বস্তি ও সংলগ্ন তিস্তা নদীবক্ষ পরিদর্শন করেন।

এবিষয়ে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'সিকিমের লেক বিপর্যয়ের আগে সেবকের পর থেকে তিস্তা নিজের খাতেই প্রবাহিত হত। কিন্তু লেক বিপর্যয়ের পর ডানদিকে বাঁক নিয়ে চমকডাঙ্গি, লালটংবস্তিকে গিলে খাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চমকডাঙ্গির অবস্থা খুবই খারাপ। আপাতত তিস্তাকে নিজের প্রধান খাতে প্রবাহিত করতে হলে বেশ কিছু কাজ করতে হবে।'

জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা দুটি গ্রাম পরিদর্শন করেছি। গ্রাম দুটির ইচ্ছুক পরিবারগুলিকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পরেই সেবকের সামনে থেকে ডানদিকে ঘুরে চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তিতে তিস্তার জল ঢুকে গিয়েছিল। চমকডাঙ্গি গ্রামটিকে কার্যত গ্রাস করেছে নদীটি। নদীবক্ষ ও লালটংবস্তির উচ্চতা প্রায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে দুই বস্তির ইচ্ছুক পরিবারগুলিকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু তিস্তার গতিপথ মূল খাতে ঘুরিয়ে না দিলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ নদীভাঙন আটকানো যাবে না বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আগামী বর্ষায় পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার নেবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

প্রাথমিকভাবে লালটংবস্তির কাছে তিস্তা নদীর ভাঙন প্রতিরোধে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মূল গতিপথে নদীকে কীভাবে ঘোরানো যাবে, সেই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর।

এদিকে, প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুটি গ্রামের বাসিন্দারা।

পকসোতে ১০ বছর কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু সুর এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

মামলার নেপথ্যে ঘটনাটি নাগরাকাটা থানার অন্তর্গত একটি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার। ঘটেছিল ২০১৪ সালে। ঘটনার সময় নির্যাতিতার বয়স ছিল ১৩ বছর। ঘটনার দিন নাবালিকা স্কুলের যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই সময় তার বাবা-মা চা বাগানের কাজ করতে গিয়েছিলেন। নাবালিকার বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী তরুণ ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।

এই পকসো মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, '৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

আহত ২

মালবাজার, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাকাতে হাওয়া ভরার সময় শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার অভিমুখে আসা একটি বড় গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন দোকানের কর্মী ও গাড়িটির সহকারী চালক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ডামডিমের বাঁশবাড়ি এলাকায় অবস্থিত গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরার এক দোকানে।

কন্যা জন্মানোয় নির্যাতন বধূকে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় বধূকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পুঁটিমারিতে ঘটনাটি ঘটে। দু'বছরের মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় রাত কাটিয়ে সকালে বাবার বাড়িতে ফেরেন ওই মহিলা। বুধবার দুপুরে মা এবং কাকাকে সঙ্গে নিয়ে নির্যাতিতা ওই বধূ স্বামীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ির সিঙ্গিমারি-২ এলাকার বাসিন্দা ওই বধূর সঙ্গে ময়নাগুড়ি পুঁটিমারির বাসিন্দা সুরজিৎ শর্মার বিয়ে হয় ২০১৬ সালে। বিয়ের সময় নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, মোটর সাইকেল, ২টি সিলিন্ডার সহ রান্নার গ্যাস ও যাবতীয় আসবাবপত্র সুরজিৎকে দেওয়া হয়।

এক বছর পর সন্তান না হওয়ায় ওই বধূর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে স্বামী ও শশুরবাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। দু'বছর আগে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে অত্যাচার চরমে ওঠে। মারধর করা হয়, খাবার না দিয়ে এমনকি চিকিৎসাও না করিয়ে নারকীয় নির্যাতন চলত বলে অভিযোগ। এমনকি বধূকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হত। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফিরে মদ্যপ স্বামী বধূকে বেধড়ক মারতে থাকে। মেয়েকেও মারধর করে। বাড়ি থেকে বের করে দেয়। অভিযোগ, সেই সময় শ্বশুর-শাশুড়িও ছিলেন। শিশুকন্যাকে নিয়ে কোনওরকমে রাত কাটিয়ে বাপের বাড়ি ফেরেন ওই বধূ। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা এবং কোমরে চোট রয়েছে তাঁর। ওই বধূ বলেন, 'বিয়ের এক বছর পর থেকেই আমার উপর স্বামী ও শশুর-শাশুড়ি নির্যাতন করতেন। কষ্ট করে সংসার বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। মেয়ের জন্মের পরেই ওরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

> বিয়ের এক বছর পর থেকেই আমার উপর স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি নির্যাতন করতেন। কষ্ট করে সংসার বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। মেয়ের জন্মের পরেই ওরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
>
> **নির্যাতিতা বধূ**

বধূর মা বলেন, 'নিজেদের সামর্থ্যমতো জিনিস দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে বেধড়ক মেরেছে। প্রাণে যে মেরে ফেলেনি এটাই বড় কথা।' এদিন অভিযুক্ত সুরজিৎ শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। মারধর করা হয়নি। কন্যাসন্তান সম্পর্কেও মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে মঙ্গলবার রাতে গালাগাল করেছি সেটা অস্বীকার করছি না।'

ধূপগুড়িতে দুই দালাল সংগঠনের কাজিয়া

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যানারে সংগঠনের নামে মুহুরি সমিতি বাক্যবদ্ধ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা পুরোটাই দালালদের আস্তানা। ধূপগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনেই রীতিমতো ঘরভাড়া নিয়ে দপ্তর খুলে দীর্ঘদিন থেকেই জাঁকিয়ে চলছে এই দালালচক্রের দপ্তর। ধূপগুড়ি বিএলএলআরও অফিসকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে দুটি সংগঠনের মোট প্রায় একশোজন দালাল সক্রিয় রয়েছে বলেই খবর।

২০২১ বিধানসভা ভোটের মুখে শাসকদল তৃণমূলের একাংশের চেষ্টায় একটি সংগঠন থেকে ভেঙে গড়ে ওঠে আরেকটি। দুইয়ের মধ্যে তুলনায় ছোট 'স্বপ্ন উড়ান মুহুরি সমিতি'। বড় 'নবকল্যাণ মুহুরি সমিতি'। এঁদের অনেকেই ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে ল' ক্লার্ক হিসেবেও সার্টিফিকেট বাগিয়ে ফেলেছেন বলেও জানা গিয়েছে। এঁদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে অফিসের ভেতর 'স্পেশাল সেটিং' থাকার অভিযোগে নিজেদের

খাঁখাঁ করছে বিএলএলআরও অফিস

ধূপগুড়ি বিএলএলআরও অফিস। বুধবার। -সংবাদচিত্র

মধ্যেও ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছিল। এর জেরেই গত মাসের শেষদিকে কর্মবিরতির ডাক দেন দুই সংগঠনের সদস্যরাই।

দিনদশেক এভাবে কাটার পর গত মঙ্গলবার থেকে বিগড়ে যায় পরিস্থিতি। নবকল্যাণ মুহুরি সমিতির তরফে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা বলা হলেও বাদ সাধেন স্বপ্ন উড়ান মুহুরি সমিতির সদস্যরা। তাঁদের একটি দল এদিন অফিসে গিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে আপসের কথা বলতে গেলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন অপর সংগঠনের লোকেরা। এতেই ফাঁস হয়ে যায় প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ধূপগুড়ি বিএলএলআরও অফিসকে ঘিরে চলা চাপানউতোরের কথা। এনিয়ে নবকল্যাণ সমিতির সম্পাদক কমল রায়ের কথায়, 'কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণেই আমরা সবাই মিলেই কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেই। সেই সিদ্ধান্ত মেনে চললেই সকলের মঙ্গল।'

তবে কী নিয়ে সমস্যা তা খোলসা করেননি কমল। অপর সংগঠন স্বপ্ন উড়ানের সম্পাদক বাবুনাথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সাংবাদিক পরিচয় শুনেই তাঁর মন্তব্য, 'বাইক চালাচ্ছি। পরে যোগাযোগ করব।' এরপর আর ফোন ধরেননি।

দালালচক্রের পান্ডারা কাজ করছে না। তাই এখন নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন স্থানীয়রা। মাসদুয়েক ঘোরার পর নিজের কাজ করাতে পেরে সন্তুষ্ট ঝাড় শালবাড়ির গরিমুদ্দিন মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'দালালদের দাপটে কিছুতেই নিজের কাজ নিজে করাতে পারছিলাম না। মাসদুয়েক পর আমার কাজটুকু হল। এদিন আর কেউ আমার কাজে বাধা দেয়নি।'

এতদিন পর্যন্ত এনিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে রাজি না হলেও দুই সংগঠনের সদস্যদের দাপটে বিএলএলআরও অফিসে নানা কাজে হাজির সাধারণ মানুষের কোণঠাসা হওয়ার কথা প্রায়ই শোনা যেত।

ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে এদিন বিএলএলআরও অফিসে কাজ নিয়ে আসা বেশ কয়েকজনও জানিয়েছেন, 'মুহুরি'রূপী দালালদের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে কাজ করানো ছাড়া এই অফিস থেকে কাজ হাসিল অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন যাবৎ দালালদের কর্মবিরতির ফলে এই মুহূর্তে সেই সুযোগ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরাও চাইছেন পাকাপাকি অবসান হোক মুহুরি নামের দালালদের দাপট।

বুধবার দুপুরে বিএলএলআরও অফিসে গিয়ে দেখা মিলল স্বপ্ন উড়ানের অন্যতম কার্যকর্তা হিসেবে পরিচিত উত্তম মণ্ডল নামে এক তরুণের। অফিসে তাঁকে নিয়মিত দেখা যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়ায় 'নিজের কাজে এসেছি' বলে জানালেন। রোজদিনই কি তাঁর অফিসে কাজ থাকে? পালটা প্রশ্ন করা হলে থতমত খেয়ে সরে পড়তে দেখা যায় তরুণকে।

যদিও এমন কর্মবিরতি সংক্রান্ত বিষয় 'অজানা' বলে মন্তব্য করে ধূপগুড়ির বিএলএলআরও জয়দীপ ঘোষ রায়ের বক্তব্য, 'বাইরে কে কোথায় কী করছে জানি না। তবে অফিস চত্বরে কোথাও দালালচক্রের অস্তিত্ব নেই। স্বাভাবিক নিয়মে ও ছন্দে অফিস চলছে। নিয়মিত মানুষ আসছেন এবং সরকারি নিয়মে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিষেবা পাচ্ছেন।'

বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

নতুন ভাবনা

যৌনকর্মীদের কথা উঠলেই এখনও ভারতীয় সমাজের বিরাট অংশ নাক সিটকোয়। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের বাঁকা চোখে দেখেন অনেকেই। যদিও ওই বাসিন্দারা কেন সেখানে থাকেন, কোন পরিস্থিতির চাপে তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করতে বাধ্য হন, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না। সরকার কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে ঠিকই। কিন্তু এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে যৌনকর্মীরা 'নিষিদ্ধপল্লি'র বাসিন্দা।

এই চেনা ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশা দেখাল বেলজিয়াম সরকার। ইউরোপের এ দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'রেডলাইট' এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি তুলছে। কিন্তু কোনও দেশই সেই দাবি মানার পথে পা বাড়ায়নি। বরং পত্রপাঠ দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সেদিক থেকে দেখলে বেলজিয়াম সরকারের সিদ্ধান্ত বেনজির। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, নাম নথিভুক্ত থাকলে যৌনকর্মীদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের মতো বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শরীর খারাপ হলে তাঁরা নিতে পারবেন 'সিক লিভ'।

এমনকি গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁরা সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন। গ্রাহককে না বলার অধিকারও থাকবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, বেলজিয়াম সরকার পারলে অন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার কেন এ ধরনের বন্দোবস্ত করতে পারবে না? আসলে মূল বাধাটা চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির। খাতায়-কলমে যাই থাকুক, যৌনকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বছর কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে যৌনপেশাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, যৌনকর্মীরা আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো সমান আইনি সুরক্ষা এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহক এবং মতদানকারী যৌনকর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ঠেকাতে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।

তারপরও পরিস্থিতির খুব অদলবদল হয়নি। বেলজিয়ামে যা সম্ভব, তা ভারতেও হতে পারে। অনেক সময় শিশু ও নারীদের পাচার করে বিভিন্ন যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যায় যৌনপল্লিগুলি। উলটোদিকটাও রয়েছে। আর পাঁচজন মায়ের মতো বহু যৌনকর্মী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ বাধায় সেই স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকে আক্ষেপ করেন, সরকারি পরিষেবা চাইতে গিয়ে তাঁদের বহুস্থানে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও চরম অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

যৌনপেশায় যুক্ত সকলে এ দেশের নাগরিক এবং বাকিদের মতো তাঁদেরও যে নাগরিক অধিকার আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় সমাজের সিংহভাগ অংশ। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দূরের কথা, যৌনপল্লির বাসিন্দা শুনলেই তাঁদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করার অভিযোগ নতুন নয়। আসলে বেলজিয়াম যেভাবে মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ করেছে, সেটা এখনও এ দেশে হয়নি।

সবথেকে বড় কথা, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্তদের মানুষের মর্যাদা দেন না অনেকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সংকীর্ণতাকে সবার আগে মন থেকে দূর করতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারকে একযোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এক নিমেষে দূর করা কঠিন নিঃসন্দেহে। তবে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে বেলজিয়াম যে পথ দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলুক। বেরিয়ে আসুক আরও উন্নত চিন্তাভাবনা।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে একটি শ্রেণি

ওপার বাংলার মানুষকে চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার।

মৌমিতা আলম

ভোলাদাদু বললেন, মাটির নীচে আমি জলদস্যুদের অনেক মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। তাই শুনে গ্রামের সব লোক মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়েই যায়, খুঁড়েই যায়। সকাল গড়িয়ে রাত, দুপুর গড়িয়ে বিকেল... অনেক খোঁজাখুঁজির পর, ভোলাদাদু বললেন আসলে আমি দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর সেই সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম জলদস্যুদের...।

এটা গল্পকার মনোজ দাসের গল্প।

গল্প হলেও সত্যি- এমন ট্যাগলাইন মেনেই চলছে আমাদের জীবন। আমরাও তাই খুঁজে চলেছি বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী থেকে আজমের, আজমের থেকে...

চলতেই থাকবে যতদিন না ভোলাদাদুকে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি! ততদিনে ফুলকপির দাম বাড়বে, বাড়ির দাম বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা আকাশ ছোঁবে, দমবন্ধ বিষাক্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরব, আরও ডজনখানেক বিলিয়নিয়ার সৃষ্টি করে ভারত বিশ্বের আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর ঘৃণা দিয়ে আমরা তলিয়ে যাব আরও অন্ধকারে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত তবুও চারদেয়ালের মাঝে একা বসে মুঠোফোনে বিষাক্ত ঘৃণা উগরে সুখ ঘুম দেব। আর গ্রামের মানুষ কাজ হারিয়ে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে না পেরে আরও পিছিয়ে যাবে।

আমার দেশের পতাকাকে কিছু বিকৃত লোক অপমানিত করেছে, অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তাদের দেশের পতাকা নিয়ে বিষ উগরে, তাদের মেডিকেল ভিসা না দেওয়ার, পেঁয়াজ না দেওয়ার, সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, ঘৃণা ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে দু'দেশের পরিবেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ যন্ত্রণার। র‍্যাডক্লিফ-এর ধারালো ছুরিতে যে রক্তপাত তখন শুরু হয়েছিল তার উপশম না করে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন ভাই- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের লাভের জন্যই জিইয়ে রেখেছে ক্ষত। নিজেদের দেশের সমস্যা মেটাতে না পারলে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদের একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বারবার এদের প্রয়োজন হয় এক শত্রু দেশ।

যে অজানা শত্রুর ভয়ে দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়া দাবি না জানিয়ে জনগণ মেতে থাকবে সেই অজানা, অচেনা শত্রুর অনিষ্টসাধনে। তাই বারবার ভারতে ভোটের সময় উঠে আসে পাকিস্তানের নাম আর বাংলাদেশে ভারতকে শত্রু দেশ হিসেবে স্থাপিত করতে মেতে ওঠে একদল। আর আমরা মধ্যবিত্ত সেটা নিয়ে লেগে পড়ি যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে। ভুলে যাই আমাদের মৌলিক দাবিগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হারলে লাখ লাখ টাকার বাজি ফাটাই, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা থাকলে এদেশের মুসলিমদের লিটমাস টেস্ট! অথচ ক্রিকেট খেলে এই গরিব দেশের কী লাভ হয় কে জানে! কোটি কোটি টাকার মালিকানা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ড আসলেই একটি কর্পোরেট সংস্থা।

অতীত ক্ষতর উপশম মানবাধিকারের এক অন্যতম প্রধান শর্ত। ১৯৪৭-এর পর এত বছর কেটে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা ক্ষত বুকে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লোকেদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি বীভৎসতার ক্ষত উপশমে জার্মানি বারবার স্বীকার করেছে তাদের সামগ্রিক গিল্ট-কে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো হয় বারবার সেইসব দিনের বীভৎসতার কথা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সেই কালো, অন্ধকার দিনে পা না বাড়ায়। সেখানে আমাদের সংস্কৃতি থেকে ইতিহাস- সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য।

বারবার ইসলামিক রাজাদের শাসনকালে হওয়া ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে জনগণকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে বা যারা মেরেছে, তাদের শ্রেণিগত অবস্থান খুঁটিয়ে দেখলেই খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতে আসলে ক্ষতি কার!

যে সাবির আলিকে গোমাংস খেয়েছেন এই অজুহাতে পিটিয়ে মারা হল আর যারা পিটিয়ে মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? সাবির একজন পরিযায়ী শ্রমিক আর যারা মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান? যদিও ক্রিমিন্যাল বলে যাদের জেলে রাখা হয় তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। করলেই সমস্যা রাষ্ট্রের। এমনটা কেন? যে মানুষটি দরিদ্রতায় জর্জরিত, তাকে হিংসার কবলে নিয়ে আসা সহজ, মিথ্যে গেলানো সহজ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

আর সেই কবেই তো স্যামুয়েল জনসন, যিনি প্রথম ইংরেজি অভিধান তৈরি করেন, বলে গিয়েছেন, "Patriotism is the last refuge of the scoundrel."

হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডর পর যে কমিটি গঠন করে ব্রিটিশরা তার রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহর পরিকল্পনা করছে আর সেটির সিদ্ধান্ত হয় আজমের ওরশ-এ। ঐতিহাসিক সাকিব সালিম লিখছেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আজমের দরগা দু'কিলো সোনা দান করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রককে। কেনা হয় এক লাখ টাকার ডিফেন্স সার্টিফিকেট। যিনি সোনা হাতে তুলে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে, তিনি আর কেউ নন, আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের বাবা আলে মোহাম্মদ শাহ।

ইতিহাস থেকে অর্ধসত্য পড়লে বা বিকৃত ইতিহাস পড়লে ঘৃণা নিয়ে রক্তক্ষয় অবধারিত। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে তে নাৎসিবাহিনীর অসউইজ ক্যাম্প থেকে নিজের মিথ্যে বয়স বলে বেঁচে ফেরা, যার সামনেই তার মাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে, সেই মিসেস পোলাক সাবধান করে দিয়েছেন আমাদের ঘৃণা সম্পর্কে, 'আমাদের ঘৃণার প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। এটা শুরু হয় একটি ছোট ঝরনার মতন আর তারপর ফেটে পড়ে। তখন কারও কিছুই করার থাকে না।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘৃণা নিয়ে আরও রক্তক্ষয়। তাতে বরাবর লাভ হয়েছে একশ্রেণির। দেশভাগ কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মের আড়ালে দুটো সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির মানুষের নিজেদের ক্ষমতালিপ্সাও লুকিয়ে ছিল। তাই দেশভাগে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও, এপারের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা লোকজন ওপারে গিয়েও ক্ষমতার অলিন্দেই ছিলেন। ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ছাড়া ক্রমাগত বিরূপ হতে থাকা পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির টিকে থাকা মুশকিল।

একই ভূখণ্ডের দুটো দিক। একই হাওয়া, মাটি, জল। সেই কাঁটাতারে ঝুলছেন একটি শ্রেণি : কিছুই না পাওয়া সর্বহারা শ্রেণি স্বর্ণা দাশ, ফেলানি খাতুন। আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক শিক্ষক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯২৫

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। হিন্দুদের ওপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এটা মানা যায় না।

- সৈয়দ আহমেদ বুখারি

ভাইরাল/১

উট মরুভূমির জাহাজ। সেই জাহাজকেই পা মুড়ে বসিয়ে, তার ঘাড়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। উটটির কষ্ট চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মর্মান্তিক এই ভিডিও ভাইরাল। নিন্দায় নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এমন বন্ধু আর কে আছে... সাংসদ শশী থারুর বাগানে বসে কাগজ পড়ার সময় একটি বাঁদর সটান তাঁর কোলে এসে বসে। তিনি বাঁদরটিকে কয়েকটা কলা খাইয়ে দেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বাঁদরটি। শশী-শাখামৃগের স্নেহালিঙ্গনের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

যানজটে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন আঠারোখাই পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন রেলগেটের শ্বাসরোধকারী যানজট বর্তমানে জ্বলন্ত সমস্যা। বারবার আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। যেদিন এই চত্বরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে সেদিন হয়তো সকলে নড়েচড়ে বসবেন।

শিবমন্দির বাজারে সবসময়ই মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। তার ওপর এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকাই আটকে পড়ছে যানজটে। যানজট খুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় রোগীর বিপদ বেড়ে যাচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, শীঘ্রই নাকি এই রেলপথে আরেকটি রেলপথ সংযোজন হতে চলেছে অর্থাৎ ডাবল লাইন। এবার ভাবুন তো সমস্যা কেমন গুরুতর হবে? হয়তো দীর্ঘ সময় রেলগেট বন্ধই থাকবে। সেদিন কী দশা হবে? এই অবস্থায় শিবমন্দির বাজারের রেলগেটে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার দে (বাচ্চু), ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির।

রেল-বিমানের ভাড়ায় প্রবীণদের ছাড় চাই

করোনা অতিমারির সময় থেকে রেলপথ এবং বিমানপথে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ছাড় দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি, কোনও সুবিধা একবার দিলে তা সাধারণত বন্ধ করা হয় না। রেল ও বিমানে প্রবীণদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি করোনা অতিমারির সময় বন্ধ করা হলেও পরে তা চালু হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সিনিয়ার সিটিজেনরা কোনও ছাড় পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য অন্তত রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনে ছাড়ের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বাস চলে না জোড়পাকড়িতে

ময়নাগুড়ি থানার জোড়পাকড়ি গ্রামে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি সহযোগিতায় রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের উন্নয়ন হয়নি। অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস জোড়পাকড়ি পর্যন্ত বা জোড়পাকড়ি থেকে চলাচল করে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, জোড়পাকড়ি থেকে স্থায়ীভাবে সরকারি বাস পরিষেবা দিলে গ্রামের সকলেরই উপকার হয়।

ইন্দ্রনীল দাশ, জোড়পাকড়ি, ময়নাগুড়ি।

বাঙালির দাপট দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য গুরুত্বহীন থেকে গেল। বাংলার কেউ প্রতিবাদ করল না, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

মৈনাক ভট্টাচার্য

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির শুরুটা মনে পড়ে? ক্রেনে ঝুলিয়ে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাতিল ব্রিটিশ শাসক-শোষক কর্তাদের সব মূর্তি। চোখের কাপড় খুলতেই ভারতের নতুন ন্যায়ের প্রতীক, সদ্য শতবর্ষ পার করা এই চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষটাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল। সূত্রটা অবশ্যই আর একটি ব্রিটিশ 'ঔপনিবেশিক ঝুলননামা' রীতির গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা।

আমাদের বিচারের প্রচলিত প্রতীক তিনশো বছরের 'লেডি জাস্টিস', রোমান পুরাণের ন্যায়ের দেবী জাস্টিটিয়া এখন থেকে আর আমাদের কেউ নন, আমাদের নতুন ন্যায়ের দেবী এখন ভারতীয় চিরাচরিত শাড়িতে 'ভারত মাতা'। চোখ বেঁধে নয়, চোখ খুলে চারদিক দেখেশুনেই অপরাধের বিচার করছেন তিনি।

দিল্লি কলেজ অফ আর্টের শিক্ষক বিনোদ গোস্বামী কিন্তু এই ভাস্কর্য নির্মাণে রাজা অগস্তিন প্রবর্তিত জাস্টিটিয়াকেই রোমান পোশাক পালটে দেশজ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, আর ভারতীয় মুখের আদলে চাপালেন মাথায় মুকুটটুকু। হিংসার দ্যোতক হাতের তলোয়ারের বদলে অবশ্য এনেছেন অহিংসার সংবিধান। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিতে মৌলিকতার কতটুকু নতুন শিল্পরস পাওয়া গেল, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ব্রিটিশ 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে কতটাই বা বের করে আনতে পারলেন তিনি?

অথচ একদম দেশজ ভাবনায় কত সমৃদ্ধ এক ন্যায়ের মূর্তি উনিশশো সাতাত্তর থেকে সুপ্রিম কোর্টের লন উজ্জ্বল করে রেখেছেন এক বাঙালি চিন্তক, ভাস্কর চিন্তামণি কর। কত অর্থবহ এই ভাস্কর্য, যেখানে নান্দনিক জ্যামিতিক কম্পোজিশনে ভারত মাতাকে একজন মহিলার মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের রূপক হিসেবে, শিশুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে চিরতরুণ প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর সংবিধানকে দেখানো হয়েছে বই হিসেবে। এই শিশু আর বইকেই তো অভিভাবক হিসেবে সাতাশ বছর পেরিয়েও আগলে রেখেছেন এক মা।

সাত ফুট উচ্চতার কালো এই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় শিল্পের ভাষায় এর চেয়ে সুন্দর আর কোনও আইনের প্রতিমূর্তি বোধহয় উঠে আসতে পারে না। আমাদের 'লেডি জাস্টিস' পরিবর্তনের আগে একটিবারও কিন্তু এই মূর্তিকে ন্যায়ের নতুন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই হল না। তার কারণে কোথায় যেন মিলে যায়, শুধুমাত্র হালের 'বদল চাই'-এর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর এক বদলের হাল ফ্যাশনে ভেসে যাওয়ার রেওয়াজ।

ভাবতে অবাক লাগে, সুপ্রিম কোর্টের সামান্য কয়েকজন আইনজীবী বাদে দেশের শিল্প সমালোচক থেকে রাজনীতিবিদ, কারও কোন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল না এই পরিবর্তনে। সে না হয় এইসব মানুষের কোনও আবেগ জড়িত নয় বলে।

কিন্তু বাঙালি যেভাবে আজও উজ্জ্বল-চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকতে প্রথম সৈকত ভাস্কর্যে, শ্রম দিবসের প্রতীক হয়ে আছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ট্রায়ামফ অফ লেবার', কিংবা দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দ্বারপাল হয়ে আছে রামকিঙ্করের স্টোন কার্ভিং- 'যক্ষ-যক্ষী'।

পরিবর্তিত এই ন্যায়মূর্তির বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বাঙালি কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ময়দানে হেলায় হাতছাড়া করল সর্বভারতীয়ভাবে একজন বাঙালির আর একবার আস্তিন গুটিয়ে মস্তানি করার এমন সুযোগ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভাস্কর ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। লোক দেখানো বাবুগিরি ৩। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝে থাকে যে নক্ষত্র ৪। জমির জন্য ট্যাক্স ৫। প্রতিমার পেছনের আচ্ছাদন ৭। ধবধবে সাদা রং ১০। শিল্প অথবা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুর হাসি-কান্না ১৫। ইসলাম ধর্মের সুফি ১৬। এই সংখ্যাকে নবতি বলা হয়।

উপর-নীচ : ১। যে অল্পতেই দুঃখ পায় ২। কোনও ভেজাল নেই একেবারে খাঁটি ৩। নীতি বা শাস্ত্র বিরোধী আচরণ ৬। চিত্রকর অথবা চিতাবাঘ ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। কাঁচা নয়, পাকা বাড়ি।

সমাধান ■ ৪০০৪

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী ত

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI* OFF

0 DOWN PAYMENT*

30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV HDB FINANCIAL SERVICES

kotak Kotak Mahindra Bank

IDFC FIRST Bank

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

32 HD LED
₹ 7190

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

180 L
₹ 13490

184 L
₹ 13990

200 L
₹ 14990

235 L
₹ 21490

260 L
₹ 23490

243 L
₹ 25990

280 L
₹ 28990

368 L
₹ 47990

472 L
₹ 51990

564 L
₹ 58990

650 L
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG -TL
₹ 18990

8.5 KG - TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

1.5 Ton - Inverter
₹ 30990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 31990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 33990

1.5 Ton - Inverter
₹ 34990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 42990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 39990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 40990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
5.9 L ₹ 2990
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

Haier LG SAMSUNG Panasonic Godrej IFB

20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290

SAMSUNG
A16 5G (8/128) EMI 1583
S24 5G (8/256) EMI 2833

Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746

oppo
F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

স্কুলের পথে।। *বুধবার মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।*

শিক্ষিকাকে বহালের নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রায় একদশক পর জলপাইগুড়ির এক শিক্ষিকাকে পদে বহালের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। মাল পুরসভার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা সহায়িকা তিনি। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে আবেদনকারী শিক্ষিকার নিয়োগের নির্ধারিত বয়স না হওয়ায় তাঁকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, ওই শিক্ষিকাকে দু'সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগের অনুমোদন দিতে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই বিদ্যালয়গুলি থাকলে অন্তত অনেকজনের চাকরি থাকবে।'

২০০৮ সাল থেকে ওই শিক্ষাকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন আবেদনকারী শিক্ষিকা মাধবী দাস ঘোষ চৌধুরী। ২০১৪ সালে মাল পুরসভার চেয়ারম্যানের তরফে চিঠিতে জানানো হয়, নির্ধারিত বয়স ৪০ বছর না হওয়ায় তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরানো হয়েছে। যদিও তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুরসভা খাত থেকে মাসিক চারহাজার টাকার বিনিময়ে ওই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ানোর কাজ চালিয়ে যেতে বলে পুরসভা।

২০২৩ সালে শিক্ষিকার বয়স নিয়োগ নির্ধারিত ৪০ বছর হওয়ার পর মাল পুরসভার

> এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই বিদ্যালয়গুলি থাকলে অন্তত অনেকজনের চাকরি থাকবে।
>
> **বিশ্বজিৎ বসু,** বিচারপতি

তরফে সল্টলেকের ডিরেক্টর অফ লোকাল বডিস-এর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে পদে বহালের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ডিএলবি দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সেই অনুমোদন না আসায় শিক্ষিকা তাঁর বেতন পাচ্ছেন না। তারপরই আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে বলেন, 'সম্প্রতি ওই মহিলা তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন। তাঁর দুই সন্তান রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালত হস্তক্ষেপ করুক।' আদালতে উপস্থিত ওই শিক্ষিকার উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে পদে বহাল করা হলে ওই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন?'

শিক্ষিকা উত্তরে জানান, 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ওই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ানো হয়। এখন ২৬ জন রয়েছে। ২০০৮ সালে যখন আমি কাজে যোগ দিই তখন ৪৫ জন পড়ুয়া ছিল। এখন অনেকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই পড়ুয়ার সংখ্যা কম।'

তারপরই বিচারপতি এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পুরসভার উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'পুরসভার খাত থেকে মাত্র ৪ হাজার টাকা ওই শিক্ষিকাকে মাসিক বেতন দিতেন? একেকটি বেআইনি নির্মাণ থেকে কত আয় হয় আপনাদের?'

তারপর ওই শিক্ষিকাকে দু'সপ্তাহের মধ্যে পদে বহালের অনুমোদনের জন্য ডিএলবি দপ্তরকে নির্দেশ দেন তিনি।

কেপমারকে

প্রথম পাতার পর

তার সঙ্গে এক তরুণ ছিলেন। পরিচয় জানতে চাওয়ায় তিনি পুলিশের লোক বলে পরিচয় দেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, পুলিশ ওই মহিলাকে ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমরা ওই মহিলাকে ধরে আটকে রাখি।'

ওই সময় বাজারে আসা বাবলু মণ্ডল বলেন, 'অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে।' ব্যবসায়ী নিতই দত্ত বলেন, 'চোরকে ধরে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিলাম। আমাদের প্রশ্ন, সেই চোর বাইরে বের হল কীভাবে?'

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, যে এলাকায় কেপমারির ঘটনা ঘটেছে সেই সেইসব স্থানে এবং জনবহুল এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে ওই মহিলাকে রেইকি করা হয়। ঠিক কীভাবে ওই মহিলারা চুরি করে বা ওই মহিলার থেকে কোনও সামগ্রী উদ্ধার হয় কি না, তা জানাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিযুক্ত মহিলাকে বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখে পরিস্থিতি বদলে যায়।

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'আমরা চাই পুলিশ ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে এই দলের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করুক।'

বেতন হয়নি এনবিএসটিসি-তে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অন্য সমস্ত সরকারি দপ্তরে বেতন এবং পেনশন হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বুধবার পর্যন্ত সেটা না হওয়ায় কর্মীমহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। কী কারণে এমন পরিস্থিতি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা গুঞ্জন। এমনকি বিষয়টা নিয়ে অন্ধকারে খোদ নিগমকর্তারা। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলছেন, 'বাবা মারা যাওয়ার কারণে আমি কয়েকদিন নিগমের খোঁজখবর রাখতে পারছি না।' ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের কথায়, 'কী কারণে এখনও সরকারের টাকা ঢোকেনি, আমরা ঠিক জানি না। তবে বেতনের ১০ শতাংশ নিগম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে (বাকি ৯০ শতাংশ সরকার দেয়)। সেটা বৃহস্পতিবার দিয়ে দেব আমরা।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী মিলিয়ে প্রায় আট হাজার জনকে বেতন, সাম্মানিক ও পেনশন দেওয়া হয়। অন্যান্য মাসে সাধারণত ১ তারিখে সেসব মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে চলতি মাসে বিপত্তি ঘটেছে। এর কারণ পরিষ্কার না হওয়ায় বিতর্ক বেধেছে। এব্যাপারে এদিন কথা হচ্ছিল নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পেনশনার্স ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা খুবই কম টাকা পান। নির্দিষ্ট সময় সেটা না ঢোকায়, অনেকেই আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাইছেন। বলছেন, ঠিক সময়ে টাকা না পেলে বিদ্যুতের বিল কেটে যাবে। সংসার চালানো মুশকিল হবে। কবে ওঁরা টাকা পাবেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

কথা হল এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সঙ্গে। তাঁর গলায় হতাশার সুর, 'যা সাম্মানিক পাই, সেটা দিয়ে এমনিতেই সংসার চলে না। এর মধ্যে যদি টাকা না ঢোকে, তাহলে তো আরও মুশকিল।' পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরাও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'বেতন এখনও না ঢোকায় কর্মীরা সংকটে পড়েছেন। আশা রাখছি, খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

মেলা নিয়ে মেলা কথা

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন, উষ্মা প্রকাশ, ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে বার্তা, কত কী হয়ে গেল। মেলার সময় আর বাড়ল না। এরপর ট্র্যাডিশনের কথা যদি ধরা হয়, ভাঙামেলাটা তাহলে তার মধ্যেই পড়ে। ব্যবসাপত্রের দিক তো রয়েছেই। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও দোকান সরাতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত মাঠ খালি করতে মাঠে নামতে হল পুলিশকে।

লোকজন বলছে, পুরসভার চাপের পরেও জেলা প্রশাসনের মেলার সময় না বাড়ানোর পিছনে সুদূর কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়ার গল্প আছে। উদ্দেশ্য, শাসকদলের বর্ষীয়ান নেতাকে খানিক বেকায়দায় ফেলা। তিনি কতটা বেকায়দায় পড়লেন জানা নেই, তবে রাসমেলাপ্রেমীদের যে পুরোটাই বেফায়দা, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার আসি আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব বয়সে রাসমেলার কাছে দুগ্ধপোষ্য বলা চলে। অথবা নবজাতক। তবে ওখানেও কম আবেগ নেই। বাম আমলের উৎসবের 'দখল' নিয়েছে তৃণমূল। এটা তো হওয়ারই ছিল। তবে এবার তার আয়োজন নিয়ে চলছে টালবাহানা। উৎসব কমিটির গদিতে বসা নেতাকে টানাটানি করছেন দলের ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা অন্য নেতারা। আয়োজন-টায়োজন নয়, প্রসঙ্গটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কার গায়ের জোর, থুড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি।

একপক্ষ বলছে, মেলার আয়োজনে কী ফায়দা, যদি তা থেকে ভোটবাক্সে ঘাসফুলের গাছই না গজায়! আর উৎসব কমিটির নেতা 'ওরা আমাকে আয়োজন করতে দিচ্ছে না' বলে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছেন। আসলে উৎসবের আয়োজনের পিছনে তো কম টাকার খেলা নেই। টাকাকড়ির কথা বাদ দিলেও, একটা এতবড় উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়াটা দিনশেষে নেতাদের ভাবমূর্তির পিছনে অ্যাত্তবড় একটা বাঁশের ঠ্যাকনাও দেয় বৈকি।

সেই ক্ষীর কোনও একজনেরই পেটে বছরের পর বছর যাবে, এটা সহ্য হচ্ছে না বাকিদের। তাঁরাও জায়গা চাইছেন। তাঁরাও গুরুত্ব চাইছেন। তাঁরাও ভাগ চাইছেন। আয়োজকের যে নামডাক, সেই নামডাকের ভাগ। এসবের ভাগ দিতে কে-ই বা চায়! সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছে, এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। এমনি এমনি রটেনি। রটানোর পিছনেও পরিকল্পনা রয়েছে।

কোথাও কেষ্টবিষ্টুদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অথচ 'আমরা ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করতে দেব না' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলবল পাকানো হয়ে গিয়েছে। এই তো, সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকজন বিক্ষোভ দেখাতেও নেমে পড়েছিলেন। রাসমেলা নিয়ে নাহয় ফয়সলা হয়েই গিয়েছে। ডুয়ার্স উৎসবের ভাগ্যে কী আছে, জানা নেই।

এতদিনের পুরোনো, এত বড় একটা উৎসব নিশ্চয় একধাক্কায় কেবল নেতাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে বন্ধ হয়ে যাবে না। শেষমেশ, ইগোর ফাঁকফোকর গলে কোনও না কোনও উপায় বের হবেই। আর যদি না হয়, তখন তো বলার মতো, লেখার মতো মওকা এবং মালমশলা আরও অনেক পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

কথা সেটা নয়। কথা হল, নেতাদের এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে কেন বারবার জবাই হবে আমআদমির মোচ্ছবের সুযোগগুলো?

'৫০ কোটির স্টেডিয়ামে গোরু চরছে'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ক্রীড়াক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলল রাজ্য সরকার। জলপাইগুড়ির বিশ্ববাংলা স্টেডিয়াম ৫০ কোটি টাকা দিয়ে নির্মাণ করে তা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে গোরু চরছে বলে অভিযোগ তুললেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বুধবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে অরূপ বলেন, 'ওই স্টেডিয়ামে সাঁতার, হকি, ব্যাডমিন্টন সহ সাত ধরনের বিষয়ের প্রশিক্ষণের জন্য ২০১৭ সালে সাই-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তখনই স্টেডিয়াম হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সেখানে কিছুই হয়নি। এখন সেখানে গোরু চরছে। ২০২০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত আমি চারবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে কোনও জবাব পাইনি।' এরপরই বিজেপি বিধায়কদের এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বির করতে অনুরোধ করেন অরূপ।

অরূপ বলেন, 'যে জমিতে স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে, তখন তার মূল্য ছিল ৬০ কোটি টাকা। এখন তা দেড়শো কোটি টাকা পেরিয়ে যাবে। আমরা সমস্ত পরিকাঠামো সহ ওই স্টেডিয়াম তৈরি করেছিলাম। উত্তরবঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাই এক্ষেত্রে সহযোগিতা করলে অনেক ক্রীড়াবিদ তৈরি হতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাই তা করেনি। এমনকি রাজ্য সরকারকেও ওই স্টেডিয়াম হস্তান্তর করে দেয়নি।' এদিন বিধানসভায় নিজের ঘরে অরূপ জানান, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন

বারবার আবেদন করেছি। কিন্তু তারা আমাদের কথায় যখন গুরুত্ব দিচ্ছে না, তখন আমরা বিজেপি বিধায়কদের কাছে গিয়ে আবেদন করলাম। বিজেপি বিধায়করা উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতি চাইলে তাঁরা এই নিয়ে উদ্যোগী হোন। উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন। বিজেপি বিধায়কদের দায়িত্ব সেখানকার উন্নয়ন করা। কিন্তু তাঁরা দাবি করেন, আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা তাঁরা আটকে দিয়েছেন। তাঁদের এই আচরণের জন্য বাংলার গরিব মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে, কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এখন ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিজেপি বিধায়করা উদ্যোগী হলে উত্তরবঙ্গের মানুষ উপকৃত হবেন।'

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর এইসব কথার কোনও গুরুত্ব নেই। কারণ সাই-এর সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছিল, তা তিনি বোঝাতে পারেননি। তাছাড়া সাই স্বশাসিত সংস্থা। আমরা মনে করি, রাজ্য সরকার এই নিয়ে উদ্যোগী হলে উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন হত।'

প্রতিনিধিদলে পদ্ম বিধায়কদের থাকার আর্জি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে রাজ্য থেকে যে প্রতিনিধিদল যাবে, তাতে বিজেপি বিধায়কদের শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিধানসভায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মানসবাবু বলেন, 'ভুটান থেকে আসা নদীর জলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। খুব শীঘ্রই বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। ওই প্রতিনিধিদলে বিজেপির বিধায়কদের অংশ নিতে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজেপির পরিষদীয় দল কিছুই জানায়নি। আমি বিধানসভায় অনুরোধ করছি, ওই প্রতিনিধিদলে আপনাদের প্রতিনিধিও থাকুক। কারণ এটা রাজ্যের সমস্যা। উত্তরবঙ্গের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন

মানুষ আপনাদের ঢেলে ভোট দিয়েছেন। তাই আপনাদেরও কর্তব্য রয়েছে।' যদিও এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের তরফে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

২৬ জুলাই বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ২৯ জুলাই বিধানসভার আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যেহেতু ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, তাই রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এই নিয়ে যা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। বিধায়কদের একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে রাজ্যের দাবি জানাতে পারে।' এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে নির্দেশও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন পার্থ ভৌমিক বিজেপি পরিষদীয় দলকে প্রতিনিধিদলে শামিল হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি পরিষদীয় দল এই নিয়ে কোনও উত্তর দেয়নি।

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তাঁর কাছে বিষয়টি জানান সুমন। বিজেপি বিধায়করা না গেলে তৃণমূল বিধায়কদেরই দিল্লি যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেচমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, দ্রুত রাজ্যের প্রতিনিধিদল যেন দিল্লি যায়। মানসবাবু বলেন, 'রাজ্যের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা না যেতে চাইলে তৃণমূল বিধায়করাই দিল্লি যাবেন।' সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।'

স্বজনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন রায়গঞ্জবাসী

'ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশ। টিভির পর্দায় একের পর এক ঘটনার ছবি উদ্বিগ্ন করে তুলছে এপারকেও। কেউ ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছেন, কেউ আবার ভিসার অভাবে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। কেউ আবার চিন্তিত, এই বুঝি আত্মীয়র উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। রায়গঞ্জের বাড়িতে বসে স্থির থাকতে পারছেন না ইটাহার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সরকার(৭০)। তাঁদের আক্ষেপ, 'এই বাংলাদেশ আমার একদম অচেনা।'

বাংলাদেশে অমিত সরকারের দাদা, দিদি ও ভাইয়ের পরিবার থাকেন। কেউ থাকেন ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে ও কেউ রংপুরে। প্রত্যেকেই প্রবীণ। তবে ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে পরিবার পেনশন পাচ্ছেন না। এক ভাইঝি জলসম্পদ বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত, তাঁকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন হতাশার কথা শোনা গেল মধুছন্দা দেবীর মুখে মুখে। প্রবীণ শিক্ষকের ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। তিনি জানালেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর

> এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।
>
> **শিপ্রা সরকার**
> *বীরনগর, রায়গঞ্জ*

ফারাক। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফোনে কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতীকী ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। যখন-তখন আক্রমণ হচ্ছে। দিদির বয়স ৯২ বছর। দাদার বয়স ৮২ বছর। খুব সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁরা।'

রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা সরকারের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।'

রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নীতীশ সরকারের বক্তব্য, 'আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে থাকেন। তাঁরা ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে পারছেন না। কারণ, ভিসা দিচ্ছে না। সবাই চুপচাপ রয়েছেন। প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছেন। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পাচ্ছি না। কারণ, ওঁদের উপর অত্যাচার হতে পারে।'

প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকারের কথায়, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি আমার ছেলের বিয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াই বিয়ে সারতে হবে। তবে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয়া ভবনের উদ্বোধন

চালসা, ৪ ডিসেম্বর : মাটিয়ালি ব্লকে বুধবার ফিতে কেটে দুই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হল। করলেন মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ। এগুলি তৈরি হয়েছে বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাবাড়ি বস্তি ও কিলকোট চা বাগানে। এতদিন মহাবাড়ির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এলাকার এক শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ভবনে চলত। আর কিলকোট চা বাগানের কেন্দ্রটি চলত ওই চা বাগানের হাসপাতালে। এতদিন সেগুলি পরিকাঠামোহীনভাবেই চলছিল। ফলে, সমস্যায় পড়তে হত ওই কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী সহ সেখানে আসা রোগীদের। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তিনতলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন তৈরি করা হয়েছে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, জেলা পরিষদ সদস্যা স্নেমিতা কালান্দি, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মিঝার, উপপ্রধান ইগনিশ টিগ্গা।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'এতদিন এগুলির নিজস্ব ভবন ছিল না। ফলে, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হচ্ছিল। ব্লকে আরও কিছু সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন তৈরি চলছে।'

বয়কটের ডাক

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, 'ট্যুর বাতিল করে সংস্থাটি আমাদের অগ্রিম ফিরিয়ে দিয়েছে।' চট্টগ্রামের শেখ শাহজাহান জানান, এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রতিবছর তাঁরা ভারতে বেড়াতে আসেন। এবারেও সিকিম বেড়ানো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সংস্থাটি ট্যুর বাতিল করেছে।

ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে বণিক মহল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।' নয়াবাজারের ব্যবসায়ী গোপাল খেড়িয়ার বক্তব্য, 'প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বেই পর্যটক কম এলে।' একই কথা বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সুজিত বসাকের।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা অবশ্য বলছেন, 'ব্যবসায়িক ক্ষতি তেমন হবে বলে মনে করছি না।' পর্যটকদের বয়কটের ডাকের সঙ্গে একমত নন বেশিরভাগ পর্যটন ব্যবসায়ী। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'কে কীভাবে বয়কট করেছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। সংগঠনগতভাবে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে সবার আগে দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার কূটনৈতিক স্তরে কী পদক্ষেপ করছে, সেটাই দেখার।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বর্তমান অস্থিরতার প্রভাবে ক্ষতি হচ্ছে পর্যটনে।' জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ও বাংলাদেশি পর্যটক বয়কটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবও কেন্দ্রের পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছেন বলে জানান।

পরিস্থিতি জানাতে নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

সেই জায়গায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অডিওযুক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দালালচক্র রুখতে বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত সাইনবোর্ড এবং নিয়মিত পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে মাইকে সম্প্রচার করতে হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে নার্সদের তরফে প্রতিটি ওয়ার্ডে পোশাক পরিবর্তনের জন্য আলাদা রুম তৈরির প্রস্তাব কমিটির কাছে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব বলেন, 'শীঘ্রই কলেজের স্থায়ী পরিকাঠামো চালু হচ্ছে সেকারণে আমাদের আরও নিরাপত্তারক্ষী প্রয়োজন হবে। সেই বিষয়টি এদিনের বৈঠকে সিকিউরিটি অডিট কমিটির কাছে তুলে ধরা হয়েছে।'

বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

যদিও বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের জবাবে পালটা মিডিয়া সেল তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছেন ইউনূসকে।

তবে রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ বুধবার কেন্দ্রের উদ্দেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

বচসা

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে বচসা, দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপিতে। ১১ বছর পর রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে নির্বাচনের প্রথম দিনে মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার মিলে কয়েক হাজার রেল কর্মচারী ভোট দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও ভোটগ্রহণ হবে।

লেন্সবন্দি রুফাস নেকড হর্নবিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ঝান্ডিতে দেখা মিলল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিলের। সম্প্রতি অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক পাখিপ্রেমী এই প্রজাতির ৫টি পাখি লেন

আপন মনে বাঁদরের দল। তিস্তা উদ্যান সংলগ্ন এলাকায়। -সংবাদচিত্র

এক ফোনেই ডেলিভারি ব্রাউন সুগারের

নতুন কায়দায় ছড়িয়ে পড়ছে বিএস পার্টির নেশার জাল

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অন্ধকার দুনিয়ায় কোড নেম বা সাংকেতিক নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই বেআইনি পিস্তলের ডাকনাম যেমন 'মেশিন', বুলেটের ডাক নাম 'দানা' তেমনি ব্রাউন সুগারের ডাক নাম 'বিএস'। সেই সুবাদেই মারাত্মক নেশার এই সামগ্রী বিক্রেতা কিংবা আসক্ত এমন সবাই পুলিশের খাতায় 'বিএস পার্টি' নামেই পরিচিত। ডুয়ার্সের আর পাঁচটা শহরের মতো ধূপগুড়িতেও এই মুহূর্তে এই বিএস পার্টির রমরমা চরমে। খাতায়-কলমে পুলিশ আধিকারিকরা 'নিয়ন্ত্রণ' 'ধরপাকড়' রিহ্যাবে পাঠানোর তথ্য দেখালেও বাস্তবে প্রতিদিন নতুন কায়দায় ছড়িয়ে পড়ছে বিএস পার্টির নেশার জাল।

ধূপগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায় এই মুহূর্তে এক ফোনেই 'স্পট ডেলিভারি' মেলে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল লোকচক্ষুর আড়ালে নয় বরং ভরা বাজারে দাঁড়িয়ে সবার সামনেই চলে মারাত্মক নেশার সামগ্রীর হাত বদল। এজন্যে সিগারেটের প্যাকেটে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া ভরে পকেটে নিয়ে বাইকে শহর চষে বেড়ায় বিএস পেডলাররা। ফোনে অর্ডার এলেই ইউপিআই মারফত দাম মেটানোর কথা বলা হয়। এরপর নিমেষে বাইক আরোহী কেউ সিগারেটের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে যায় গ্রাহকের দুয়ারে। পুলিশ দূরের কথা আশপাশের লোকেরাও টের পান না কী মারাত্মক জিনিস হাত বদল হয়ে গেল তাঁর সামনেই। এই কারবার এবং নেশায় আসক্ত বেশিরভাগই কলেজ পড়ুয়া বা একেবারে কমবয়সি তরুণ প্রজন্ম। এই মুহূর্তে এক গ্রাম ব্রাউন সুগারের খুচরো দর তিন হাজার টাকার আশপাশে। যারা একবারে একগ্রাম কিনতে পারে না তাদের জন্য আছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো পুরিয়া। এক গ্রাম ব্রাউন সুগার বড়জোর এমনভাবে আট পুরিয়ায় ভাগ করা যায়। যার একেকটির দাম পড়ে পাঁচশো টাকা। এই কারবারে জড়িত এক তরুণের কথায়, নতুন ছেলেপুলে হলে এক পুরিয়ায় কাজ হয়ে যায়। সেটা বাজেটেও আসে আর ধরা পড়ার ভয়ও কম। অনেকে আছে যাদের দিনে এক গ্রাম দরকার পড়ে। তাদের জন্য স্পেশাল রেট থাকে।

রমরমা কারবার

মারাত্মক নেশার এই সামগ্রী বিক্রেতা কিংবা আসক্ত এমন সবাই পুলিশের খাতায় 'বিএস পার্টি' নামেই পরিচিত

ডুয়ার্সের আর পাঁচটা শহরের মতো ধূপগুড়িতেও এই মুহূর্তে এই বিএস পার্টির রমরমা চরমে

লোকচক্ষুর আড়ালে নয়, বরং ভরা বাজারে দাঁড়িয়ে সবার সামনেই চলে নেশার সামগ্রীর হাত বদল

নিমেষে বাইক আরোহী কেউ সিগারেটের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে যায় গ্রাহকের দুয়ারে

জেলা পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের লোকেরা প্রাথমিক পর্যায়ে জেনেও বিষয়টি লুকোতে চান। শেষে দিশা না পেয়ে ছোটেন থানায়। শুধু পুলিশ এই কারবার বন্ধ করতে পারবে না। অভিভাবক ও নাগরিক সমাজ সচেতন হলেই রাশ টানা যাবে এই নেশার বাড়বাড়ন্তে।'

শুরুটা হয় এভাবে, প্রথমে এক-দু'দিন গায়ে পড়ে ব্রাউন সুগার দেওয়া হয় নতুন কাউকে। নেশা মনে ধরলে এরপর সে কিনে খেতে শুরু করে। পরবর্তীতে পকেটে টান পড়লে নিজের নেশার সামগ্রীটুকু জোগাড়ের তাগিদে সেও হয়ে দাঁড়ায় বিএস পেডলার। এতে বিক্রির পরিমাণ এবং ক্রেতার সংখ্যা দুই-ই বাড়তে থাকে সমান গতিতে। সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে প্রতি সপ্তাহে গড়ে দুই থেকে তিনশো গ্রাম ব্রাউন সুগার হাত বদল হচ্ছে ধূপগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায়। শিলিগুড়ি লাগোয়া পানিট্যাঙ্কি, বাতাসি, নকশালবাড়ি আবার মালদা জেলার কালিয়াচক থেকেও ১৭০০ থেকে ১৮০০ টাকা গ্রাম দরে আনা হচ্ছে নিট ব্রাউন সুগার।

ব্রাউন সুগার সহ ধরা পড়লে নার্কোটিক্স ড্রাগ অ্যান্ড সাইকোপ্যাথিক সাবস্ট্যান্স আইন বা এনডিপিএস ধারায় মামলা করা হয়। এই আইনে ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের পরিমাণের ওপরেই নির্ভর করে সাজা বা প্রাথমিক জেল হেপাজতের সময়কাল। আইনি মারপ্যাঁচের কথা ভেবেই একসঙ্গে বেশি পরিমাণে না নিয়ে কয়েকটা সিগারেটের প্যাকেট নিয়েই বের হচ্ছে পেডলার ও ডিলাররা। পুলিশকর্তারা মুখে নজরদারি চলছে বলে দাবি করলেও এ নিয়ে খুব বেশি মুখ খুলতে চান না প্রকাশ্যে।

পথবাতির অভাবে সন্ধ্যার পর আতঙ্ক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে ৭৩ মোড়ের দিক থেকে পোড়াপাড়ায় হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব সুধীর রায়। ১ কিমি রাস্তার অধিকাংশই ডুবে ছিল অন্ধকারে। এরমাঝে কিছু তরুণের গালিগালাজ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। কতদিন থেকে এমন অন্ধকারে যাতায়াত করতে হচ্ছে? এমন প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হয়েই তাঁর উত্তর, 'দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে যাতায়াত করছি।' মধ্য সেবাগ্রামের দোকানি আশা শীল বলেন, 'আমরা অনেকবার পঞ্চায়েতে বলেছি রাস্তায় আলো দিতে। কিন্তু এখনও আলো লাগায়নি। আমার দোকানের আলো দিয়ে মেইন রোড কিছুটা আলোকিত হলেও বাকি অংশ অন্ধকার থাকে। শিশুরা পড়তে যেতে বা মহিলারা অন্ধকারে বেরোতে ভয় পায়।'

জলপাইগুড়িকে আলোর মালায় সাজাতে শহরজুড়ে এলইডি লাইট লাগানোর কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু আলোকস্তম্ভ সহ লাইট লাগিয়েছে পুরসভা। এব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা নেয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পুর এলাকা আলোকিত হলেও এখনও অন্ধকারে ডুবে থাকে পুরসভা সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট মোড় থেকে ৭৩ মোড় পর্যন্ত প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তা। ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ, নেশার আসর।

এই ব্যাপারে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ বলছেন, 'আমাদের সীমিত টাকা আসে। তা দিয়ে আমরা রাস্তা, আলোর কাজ করছি। কিন্তু ওই রাস্তায় আলোর কাজ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। আমরা জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করব।' উপপ্রধানের বক্তব্যে খুশি নন এলাকার মানুষ। তাঁদের যুক্তি, এতদিন ধরে মধ্য সেবাগ্রাম, পোড়াপাড়া এলাকা এবং চেকপোস্ট এলাকায় নিম্ন এবং মধ্যবিত্তদের বসবাস। সন্ধ্যার পর সাইকেল, ঠেলা নিয়ে বাড়ি ফেরেন তাঁরা। কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন মহিলারাও। কিন্তু আলো না থাকায় সন্ধ্যা নামতেই ওই এলাকায় নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ। গাড়িগুলি খুব দ্রুতগতিতে ছোটে। পঞ্চায়েত বা জনপ্রতিনিধি কারও কোনও হেলদোল নেই এবিষয়ে। আলো বসানো নিয়ে পঞ্চায়েতের সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেছেন স্থানীয়রা।

> আমাদের সীমিত টাকা আসে। তা দিয়ে আমরা রাস্তা, আলোর কাজ করছি। কিন্তু ওই রাস্তায় আলোর কাজ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। আমরা জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করব।
>
> **মনোজ ঘোষ,** উপপ্রধান

এলাকার বাসিন্দা মানু বর্মন বলেন, 'মহিলারা অন্ধকারে বের হতে ভয় পায়। অন্ধকারে নেশার আসরের পাশাপাশি থাকে দুর্ঘটনার ভয়। শুধু রাস্তা ভালো হলেই হবে না, মানুষের সুরক্ষার কথাও ভাবতে হবে জনপ্রতিনিধিদের।'

৭৩ মোড় থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত হলদিবাড়ি রোডে নেই পথবাতি।

আই লাভ জলপাইগুড়ি ফলক বসবে

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সে ঘুরতে যেতে হলে জলপাইগুড়ি শহর ছুঁয়েই যেতে হয়। আর এবার এখানেই বসতে চলেছে আই লাভ জলপাইগুড়ি ফলক। দু-একটি জায়গা পর্যটকদের ঘোরার মতো থাকলেও আকর্ষণীয় তেমন কিছু নেই জলপাইগুড়িতে। তাই শহরকে আরও সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিস্তার স্পার, রাজবাড়ি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আগেই। এবার পর্যটকদের নজর কাড়তে ও শহরকে আরও সাজিয়ে তুলতে আই লাভ জলপাইগুড়ি লেখা ফলক বসতে চলছে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে ২০২৩ সালে জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘি-পার্ক এলাকা সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল আই লাভ জলপাইগুড়ি লেখা ফলক। বুধবার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো ও একজন ইঞ্জিনিয়ার রাজবাড়িদিঘি-পার্ক এলাকা পরিদর্শনে যান। চেয়ারপার্সন বলেন, 'সেখানে সুন্দর একটি ফলক বসানো হবে। যেখানে পর্যটক বা শহরবাসী দাঁড়িয়ে সেলফি বা ফোটো তুলতে পারবেন।' দুই তরফে আলোচনার পর আই লাভ জলপাইগুড়ি ফলক কোথায় বসবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে কার্যনির্বাহী বাস্তুকার প্রকাশ লামা বলেন, 'এসজেডিএ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ফলক বসানোর। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারব।'

কাত্যায়নীপুজো

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ায় ভট্টাচার্যবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী কাত্যায়নী মায়ের পুজো শুরু হল। বুধবার মহাসপ্তমীর মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয়। অষ্টমীতে সন্ধিপুজো হবে। গৃহকর্তা প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে এই প্রসাদ বিতরণ করা হবে। কাত্যায়নী মায়ের মূর্তি দুর্গাপ্রতিমার মতো। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুজো দেখার জন্য বহু মানুষ আসেন এখানে।'

পাহাড়পুর মাহুতপাড়ায় জবরদখলকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সাতদিনের মধ্যে জমি ছাড়ার নির্দেশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর এলাকা সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে তৈরি হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। স্থায়ী এই ভবনে যাতায়াতের রাস্তা নিয়েই এখন যত সমস্যা। কারণ এখানে সরকারি জমি দখল করে বহুদিন ধরে বসবাস করছে ২৭টি পরিবার। ছয় মাস আগে তাঁদের জমি ছাড়তে নোটিশ দিয়েছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাতে কোনও গুরুত্ব দেননি জবরদখলকারীরা। বুধবার দুপুরে সদর বিডিও মিহির কর্মকার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়পুর মাহুতপাড়া এলাকায় যান। সেখানে গিয়ে দখলকারীদের জমি ছাড়তে সাতদিন সময় দেন। বিডিও বলেন, 'সাতদিনের মধ্যে যদি দখলকারীরা জমি না ছাড়েন সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চের স্থানীয় আদালত ভবনের নির্মাণকাজ অনেকটাই শেষের পথে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তারজন্য গোশালা মোড় থেকে পাহাড়পুর মোড় পর্যন্ত ২ কিলোমিটার সার্ভিস রোড তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জমি হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু জমি হস্তান্তর হলেও ওই জমি দখল করে রয়েছে ২৭টি পরিবার। তাদের ওই জমি থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করতে পারছে না জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে একাধিকবার জমি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

> আমরা ৫০ বছর ধরে এখানে বাস করছি। আমাদের আগে কখনও জমি ছাড়ার কথা বলা হয়নি। এখন হাইকোর্টে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হবে বলে আমাদের জমি ছাড়তে বলা হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ, সরকার থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা না হলে আমরা কোথায় যাব।
>
> **ক্ষীরোবালা রায়,** বাসিন্দা

চলতি বছর ফের জুলাই মাসে শেষবারের মতো জমি ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় পরিবারগুলো পুজো পর্যন্ত সময় চেয়েছিল। কিন্তু পুজো পেরিয়ে যাওয়ার পরেও জমি ছাড়তে নারাজ তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে দখলকারীদের উচ্ছেদ করতে ফের একবার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

এদিন বিডিওর নেতৃত্বে পুলিশ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দখলকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। দখলকারীদের দাবি, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে আরও ছয় মাস সময় দিতে হবে। রাস্তা এবং ড্রেন তৈরি জন্য ২৫ মিটার জমি দরকার হবে। পরিবারগুলোকে জমি থেকে সরানো না গেলে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। জবরদখলকারী জহিরুল হোসেন বলেন, 'আমার জমির কাগজ নেই। পূর্বপুরুষের সময় থেকেই এই জমিতেই থাকছি আমরা। অন্য জায়গায় বাড়ি তৈরির জমি সরকারকেই দিতে হবে।'

পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত পশ্চিম মিলপাড়া

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৪ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী রেললাইন মালবাজার শহরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। ফলে, ওয়ার্ডের একদিক ঝাঁ চকচকে আধুনিক। কিন্তু অন্যদিকে এখনও গ্রাম্য পরিবেশ। গ্রামীণ ওই পাড়ার নাম পশ্চিম মিলপাড়া। এর কিছুটা অংশ রাজা চা বাগানের। পাড়ার অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। কোনও কোনও জায়গায় তার নামগন্ধ নেই। কয়েক স্থানে সৌরবিদ্যুৎচালিত আলোর ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ জায়গাই অন্ধকার।

রেললাইনের জন্য দুই প্রান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট নড়বড়ে। নেই কোনও আন্ডারপাস। ফলে, বহুক্ষেত্রে ছোট গাড়ি বা বাইক চলতে চলতে মাঝেমধ্যেই রেললাইনের উপর থমকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। যার জেরে দীর্ঘ সময়ের জন্য ওই পথে গোটা পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। শহরের বাকি ওয়ার্ডগুলিতে মেটাল রোড সহ আধুনিক আলো থাকলেও ওই এলাকা এখনও ন্যূনতম পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এজন্য বিপাকে পড়েছেন এলাকার গোটা পঁচাত্তর পরিবার। পরিকাঠামো উন্নয়নে পুরসভা নিরুপায়। কারণ, রেললাইন পার করে ভারী গাড়ি চলাচলে সমস্যা রয়েছে। তাই, উন্নয়নের নিরিখে ওই এলাকা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের সামান্যতম পরিষেবা পেতে রেললাইনের ওপারে ছুটতে হয়। অ্যাম্বুল্যান্স বা ছোট গাড়ি ঢোকায় সমস্যা হয়। বহু রাস্তায় সোলার লাইট নেই। পুরসভা চেষ্টা করছে। কিন্তু রেলের উদাসীনতায় এই দুর্ভোগ পিছু ছাড়ছে না।' এ বিষয়ে অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বল ঠেলে দেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দিকে। বলেন, 'এ সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগই সঠিক তথ্য দিতে পারবে। ওদের সঙ্গে কথা বলুন।' জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন,

নেই আন্ডারপাস

'আমি এলাকা থেকে রিপোর্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।'

স্থানীয় কাউন্সিলার তথা ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কথায়, 'পশ্চিম মিলপাড়ার বাসিন্দারা আগেও রেলের কাছে একই দাবি জানিয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে পুরসভা যৌথভাবে রেলের কাছে দাবি জানাবে।'

তাঁর দাবি, আবর্জনা পরিষ্কার ও হাঁটাপথে যতটুক পরিষেবা দেওয়া যায় সবই দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রেললাইনের জটিলতায় পুরসভা বাড়তি পরিষেবা দিতে পারছে না। এই পরিস্থিতির দ্রুত বদলের চেষ্টা চলছে।

শিবাজি লেনের হাল নিয়ে ক্ষোভ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কাগজে-কলমে পুর এলাকা। কিন্তু দেখে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ প্রায় ৭০০ মিটার লম্বা এই রাস্তার সম্পূর্ণই কাঁচা। জায়গায় জায়গায় উঠে আসছে ভাঙা ইট সহ বোল্ডার। এই ছবি জলপাইগুড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শিবাজি লেনে। বর্ষার সময় এলাকাবাসী কাদার হাত থেকে বাঁচতে রাস্তায় ফেলেছিলেন বেডমিশালি। কিন্তু বর্তমানে ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বার বার কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও রকম সুরাহা না হওয়ায় কার্যত অসহায় এখানে বসবাসকারী প্রায় ৪৫টি পরিবার। এতেই এলাকায় বাড়ছে ক্ষোভ। স্থানীয় বাসিন্দা অভিনন্দন দাস বলেন, 'রাস্তার পাশাপাশি নিকাশিনালা না থাকায় বাড়ির নোংরা জল, আবর্জনা জমে এর থেকে মশা, মাছির উপদ্রব বাড়ছে। পুরসভা থেকে স্প্রে করা হয় না।'

উঁচু-নীচু, খানাখন্দে ভরা এই কাঁচা রাস্তায় গাড়ি ঢুকতে খুব অসুবিধে হয়। টোটো ঢুকতে না চাওয়ায় অনেক সময় বিপাকে পড়েন বাসিন্দারা। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যেতে কালঘাম ছুটে যায়। এলাকাবাসী রাম ঘোষ বলেন, 'আমরা নিরুপায়। পুরসভা কর আদায় করলেও রাস্তা, নিকাশিনালার মতো পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আমরা। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। কিন্তু এরপর থেকে আর দেখা নেই কাউন্সিলারের। এর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা অনেক ভালো।' রাস্তার এমন অবস্থায় কারণে প্রায় সময় অনেকেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ফলে এই

বেডমিশালির ইট-পাথর উঠে গিয়েছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে ভয় পান সকলেই। কাউন্সিলার মানসী বিশ্বাস রায় বলেন, 'এলাকাবাসীর তরফে বেডমিশালি ফেলা হয়েছে। ফলে এখন চলাচল করা যাচ্ছে। তবে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' পাশাপাশি কাউন্সিলারকে এলাকায় দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ মানতে নারাজ তিনি। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'টেন্ডার-এস্টিমেট ভেটিং করে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন এলে কাজ শুরু হবে।'

পরিকাঠামোহীন জুবিলি পার্ক সংলগ্ন পিকনিক স্পট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : জাঁকিয়ে শীত পড়লেই জলপাইগুড়ি শহরের জুবিলি পার্কের সংলগ্ন তিস্তা নদীর চরে চড়ুইভাতির আসর বসে। সারদাপল্লি এলাকার তিস্তা চর পর্যন্ত ওই পিকনিক ক্ষেত্রটির বিস্তার। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনসাধারণ ওই এলাকায় পিকনিক করতে ভিড় জমান। এবছর ইতিমধ্যেই শীতের আমেজ পড়লেও পিকনিক ক্ষেত্র তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়নি। ওই এলাকার কোথায় অস্থায়ী শৌচালয়, ডাস্টবিন বসানো হবে তা নিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভা, খড়িয়া পঞ্চায়েত কোনও পক্ষকেই পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী অবশ্য জানিয়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই পুরসভা ও খড়িয়া পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে। যারা চড়ুইভাতি করতে আসবেন তাঁরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন প্রশাসন সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে।

জুবিলি পার্কটির বেশিরভাগ অংশ জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। সারদাপল্লির অধিকাংশ এলাকা খড়িয়া পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে। প্রতিবার উভয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পিকনিকের প্রস্তুতি সারা হয়। পিকনিকে প্রতিবারেই শৌচালয় সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। খড়িয়া পঞ্চায়েতের তরফে তিস্তার চরে অস্থায়ী শৌচালয় নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এবার সেই উদ্যোগ চোখে পড়েনি। শহরবাসী তনয় সাহা ও বিল্টু মোদক প্রমুখ জানালেন, জুবিলি পার্কের কাছে পিকনিক করতে গিয়ে মহিলারা শৌচকার্যের সমস্যায় পড়েন। ওই এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থাও তেমন কিছু নেই। যাঁরা পিকনিক করতে যান সকলেই ড্রামে করে জল বয়ে নিয়ে যান। তাঁদের দাবি, এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানে প্রশাসন গুরুত্ব দিক। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কানন অধিকারী বলেন, 'এলাকাবাসী বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় শৌচালয় না নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই মতো বিক্ষিপ্তভাবেই চরের দিকে শৌচালয় করা হবে। দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে।' চড়ুইভাতির পর ওই এলাকায় আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে। ওই এলাকা পরিষ্কার রাখতে জলপাইগুড়ি পুরসভা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বরূপ মণ্ডল বলেন, 'আমরা প্রতিবারই এই এলাকায় ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করি। এবারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পিকনিকের সময় ওই এলাকায় পার্কিংয়ের বিষয়টি কোতোয়ালি পুলিশ নজর রাখে। যত্রতত্র পার্কিং রুখতে প্রশাসন শীত জাঁকিয়ে পড়ার আগেই পদক্ষেপ করতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েত ও পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করে পার্কিং জোন তৈরি করেন।

সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ওই পার্কিংয়ে যান রাখতে পারেন পিকনিক করতে আসা মানুষ। তবে এবার নভেম্বর শেষ হতে চললেও তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

তিস্তা চরে ডিজে বাজানো নিষিদ্ধ রয়েছে। পিকনিক করতে আসা শহরবাসীর জন্য এবারে সেই নিয়ম শিথিল হবে, না একই থাকবে সেই বিষয়েই পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি।

জুবিলি পার্কের কাছে তিস্তার চর এলাকায় পিকনিক হয়।

‘আপনাকে জামিন দিলে কী বার্তা যাবে’

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জামিন দেওয়া যাবে না। তদন্ত আরও কিছুদূর এগোলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মামলায় বুধবার এমন মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদনের ওপর বুধবার রায় স্থগিত রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। সেই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজে দুর্নীতি না করে পার্থ হয়তো সেটা করেছেন কাউকে ‘শিখণ্ডী’ খাড়া করে। তাই এখনই তাঁকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিন বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পার্থর হয়ে সিনিয়ার আইনজীবী মুকুল রোহতগি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু সওয়াল করেন।

রোহতগি আদালতে দাবি করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন তাঁর মক্কেল পার্থ। মামলা যে গতিতে চলেছে তাতে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত।

> আপাতদৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কী বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?
>
> **সূর্য কান্ত**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

এর জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আপনি এই ক্ষেত্রে সমতা দাবি করতে পারেন না। অন্য অভিযুক্তরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না।’ পার্থর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতি।

রোহতগি বলেন, ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে তার দায় তাঁর মক্কেলের নয়। পালটা বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্ন, ‘দু’জনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীর পিএ-র বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হলে মন্ত্রী কি তার দায় এড়াতে পারেন?’

ইডি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, ‘আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। যদি সমাজে বার্তা দেওয়া হয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই জামিন পেয়ে যান, তাহলে এর প্রভাব কী হবে?’ বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কি বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?’

স্বর্ণমন্দিরে গুলি প্রাণরক্ষা সুখবীরের

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিরোমণি অকালি দলের (স্যাড) সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের বাইরে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়। সেইসময় ধর্মীয় শাস্তির বিধান মেনে সুখবীর মন্দিরের প্রবেশপথে ‘সেবাদার’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গুলি অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন ধরে ফেলেন হামলাকারী এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর পিস্তলটিও।

অভিযুক্ত খালিস্তানি জঙ্গি গ্রেপ্তার

পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্ল জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) প্রাক্তন সদস্য এবং খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

সুখবীরের ওপর হামলার নেপথ্যের কারণ খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুলার বলেন, এআইজি স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে ১৭৫ জন সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে স্বর্ণমন্দিরকে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই। বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে অকালি দল পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার কে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র দলজিৎ সিং চিমা বলেন, ‘এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মান রাজ্যের জন্য ঠিক কী করেছেন!’ একসুর অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী রঘুবীর সিংয়েরও। তাঁর কথায়, ‘সেবাদারের ওপর হামলা মানে গুরদোয়ারার ওপর আঘাত।’ পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া ঘটনাটিকে ‘নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। ‘এই হামলা সকলের জন্যই উদ্বেগের।’ সুখবীরের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অভিযুক্ত নারায়ণের স্ত্রী যশমিত কাউরও। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বলেন, ‘স্বর্ণমন্দিরে অকাল তখতের শাস্তিপালন চলাকালীন বাদলের ওপর হামলা শিখ মর্যাদার লঙ্ঘন। পঞ্জাব ইতিমধ্যে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা দেখেছে। নতুন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেওয়া যায় না।’

স্বর্ণমন্দিরের সামনে গুলি চালানোর পর আততায়ীকে হাতেনাতে ধরলেন দ্বাররক্ষীরা। বুধবার অমৃতসরে।

কে এই নারায়ণ সিং চৌরা

গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সিং চৌরা (৬৮) প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গি। আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ’বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের ওপর একটি বইও লেখেন। এরপর নয়ের দশকে দেশে ফিরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন।

২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ ছিলেন। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিংহ হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিংকে বুড়াইল জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণ।

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত হোটেল, রেস্তোঁরা তো বটেই, প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে।’ হিমন্ত বলেন, ‘আগে মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গোরুর মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে সারারাজ্যে প্রসারিত করে দিলাম। এবার থেকে আর কেউ প্রকাশ্যে কিংবা হোটেলে গিয়ে গোমাংস খেতে পারবেন না।’ এর আগে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে রীতিমতো কড়াকড়ি হয়েছে। এবার তাতে নাম লেখাল অসমও।

অনুপস্থিত বিধায়কদের ফোন বিধানসভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র শারীরিক কারণ বা গুরুতর কোনও সমস্যা ছাড়া দলকে না জানিয়ে পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে শোকজের মুখে পড়তে হবে সদস্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছেন মন্ত্রী, বিধায়করা। শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের আগাম সতর্ক করছে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে ট্রেজারি বেঞ্চে হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়া বাকি সদস্যদের গরহাজির থাকাটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে। অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু চলতি অধিবেশনে দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সদস্য পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে শোকজ করে কারণ জানতে চাইবে দল। উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই সদস্যকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে। দলের কোনও সদস্যকে অবাঞ্ছিত শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য বিধানসভার তরফে অনুপস্থিত ওই সদস্যদের আগাম সতর্ক করা শুরু হয়েছে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র গত দু-দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁকে বিধানসভা থেকে ফোন করে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে যাঁদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরা তো বটেই, সঙ্গে ওইসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা সহ অধিবেশন চলাকালীন দলের সব সদস্যেরই উচিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা। আমরা উপস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশেষত সকালের দিকে সদস্যদের হাজিরায় ঘাটতি রয়েছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব।’ চলতি অধিবেশনে এখনও ৫টি বিল ও কয়েকটি প্রস্তাব আসার কথা। সেক্ষেত্রে বিল পাশ করা বা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে যাতে কোনওভাবেই দলকে বিপাকে পড়তে না হয় সেই কারণেই আগাম সতর্ক থাকছে শাসকদল।

চলচ্চিত্র উৎসবেও মমতার অনশন প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এদিন আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিলেন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও। এবারের উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটককে।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘তখন তপন সিনহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটা চিঠি লিখে আমার আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য, এদিনই দিল্লিতে তৃণমূলের মৌসম বেনজির নুর রাজ্যসভায় মমতার ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য ২৬ দিনের অনশন শুরু করেছিলেন।

তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির ‘ইতি মা’ গানটি অস্কার নমিনেশন পেয়েছে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও খোদ পরিচালক ও সুরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভিড়ের কারণে পুলিশ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি বলেই অভিযোগ।

সম্ভাল যেতে বাধা রাহুল-প্রিয়াংকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্ভাল যেতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে। গাজিয়াবাদ সীমানা থেকেই নয়াদিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েও অবশ্য সম্ভাল যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন রাহুল-প্রিয়াংকারা। দীর্ঘ বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের শেষে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন রাহুল। তাঁর আসার কথা জানার পর থেকেই সম্ভাল জেলা প্রশাসনের তরফে রাহুলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনার এবং আমরোহা ও বুলন্দশহরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের জেলায় রাহুলকে আটকানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভালের জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া।

এদিন কার্যত হয়েছেও তাই। রাহুল-প্রিয়াংকাকে আটকাতে গাজিয়াবাদ সীমানায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সম্ভাল যাত্রা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমাকে অনুমতি দেওয়া উচিত। আমি পুলিশের সঙ্গে একা সম্ভাল যেতে রাজি। কিন্তু আমাকে তারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা সংবিধানের পরিপন্থী।’ রায়বেরেলির সাংসদের প্রশ্ন, ‘বিজেপি কেন ভয় পেয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশকে তারা এগিয়ে দিচ্ছে? সত্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কেন দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?’ মোদি সরকারকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘কী হয়েছে শুধুমাত্র সেটা জানার জন্যই আমরা সম্ভালে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত। যে ভারতে আম্বেদকরের সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা লড়াই জারি রাখব।’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তাই তাঁর কিছু সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গাজিয়াবাদ সীমানায় সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধি। বুধবার।

৩০তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দন চত্বরে, ‘নায়ক’ সিনেমার পটচিত্রের সামনে সেলফিতে বুঁদ দর্শকরা। -আবীর চৌধুরী

অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিধানসভা চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তৃণমূল পালন করে। এই বছর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন বিধানসভা ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিষদীয় দল শাসকদলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। আলোচনার দিন একটা কমে যাওয়ায় অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। কিন্তু এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে অধিবেশন একদিন বাড়ানো হয়েছে।’

সন্দীপ-অভিজিতের অতিরিক্ত চার্জশিট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। পরের সপ্তাহেই শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। চার্জশিটে সেই ধারাই যুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

সোমবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও অভিজিৎকে সশরীর হাজির করানোর কথা রয়েছে। ওইদিনই তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে। অন্যথায় ওইদিন সম্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিনই চার্জশিট দেবে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ সহ পাঁচজনের নাম ছিল। এখনও পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, সন্দীপ সরকারি আধিকারিক হওয়ায় রাজ্যের অনুমোদন দরকার। ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হলে সেটাও গ্রহণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আর সশরীর আদালতে হাজির করানো হয় না। মঙ্গলবার যে চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, তাঁদের দিয়ে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল।

সরানো হল গোয়েন্দা প্রধানকে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সিআইডির খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। আর তার পরই বুধবার সকালেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে আর রাজাশেখরণকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ট্রেনিং) পদে পাঠানো হল। তবে এডিজি (সিআইডি) পদে কে আসছেন সেই নির্দেশিকা এদিন জারি হয়নি। একইসঙ্গে এডিজি (ট্রেনিং) পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (পলিসি) পদে নিয়ে আসা হল। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পর থেকে দময়ন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে এডিজি (ইবি) পদে নিয়ে আসা হল। এই পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে এডিজি (মডার্নাইজেশন) পদে নিয়ে আসা হল।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডির অন্যান্য পদেও বদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সচিব পর্যায়েও বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পূর্ত, পঞ্চায়েত, কৃষি, স্বাস্থ্য দপ্তরেও কাজের গতি আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসে রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে নিমরাজি শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে হেরে গেলেন একনাথ শিন্ডে। বুধবার বিজেপির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফড়নবিশকে বেছে নেওয়া হয়। নাম ঘোষণার পর মহায্যুতির বাকি দুই শরিক একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে তৃতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের।

গোড়া থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন শিন্ডে। তবে ফড়নবিশ তাঁকে মহায্যুতি মন্ত্রীসভায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিন ফড়নবিশ বলেন, ‘গতকাল আমি একনাথ শিন্ডেকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি যেন মন্ত্রীসভায় থাকেন। আমি আশা করি, উনি থাকবেন।’ বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। শিন্ডের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কথা অস্বীকার করে ফড়নবিশের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল চুক্তি মাত্র। আমরা একসঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতাম। আগামী দিনেও তাই করব।’ এদিন মোদির স্লোগান ধার করে ফড়নবিশ বলেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। মহায্যুতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধই রয়েছেন।

অন্যদিকে সুর নরম করে শিন্ডের বক্তব্য, ‘আড়াই বছর আগে ফড়নবিশ আমার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। এবার আমরা ওঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করলাম।’ ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিজেপি এবং শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে। তিনি বাধা হবেন না বলে জানানো সত্ত্বেও কুর্সির দাবি থেকে সরতে রাজি ছিলেন না শিন্ডে। তাঁর দলের তরফেও বিহার মডেলের কথা তোলার পাশাপাশি মারাঠি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে পারছিল না মহায্যুতি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে তাতে ফড়নবিশের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশ’। দেবেন্দ্রর মায়ের নাম সরিতা এবং বাবার নাম গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রের পরম্পরায় বাসিন্দারা নিজেদের নামের সঙ্গে বাবার নাম লেখেন বটে, কিন্তু এবার হবু মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের নাম জুড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে।

শা’য়ের কাছে সোনিয়া কন্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত ওয়েনাডের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে সাহায্য চাইলেন স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার তাঁর নেতৃত্বে কেরলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল শা-র সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন, ‘মানবতার কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ওয়েনাডের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আমরা ওঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ালে সারাদেশে তো বটেই, ওয়েনাডের পীড়িত মানুষগুলির কাছেও ভুল বার্তা যাবে।’

রামনবমীতেও ছুটি হাইকোর্ট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় প্রথমবার সংযোজিত হল রামনবমীর দিনটি। ২০২৫ সালে আদালতের ছুটির ক্যালেন্ডারে রামনবমীর দিনেও ছুটি থাকছে। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ সালে হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় রামনবমীর দিনটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহাসিক মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও হাইকোর্টে তা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এবার থেকে রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হবে। এটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাই।’

পানীয় জল অপচয়ে শোকজ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ নিয়ে সোমবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই দপ্তরের ১৫৫ জন ঠিকাদার ও ১৯ জন ইঞ্জিনি

খেলায় আজ

১৯৮৮ : কেরিয়ারের প্রথম এটিপি খেতাব জিতলেন জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার। ইভান লেন্ডলকে হারালেন ৫-৭, ৭-৬, ৩-৬, ৬-২, ৭-৬ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

একমঞ্চে শচীন-কাম্বলি

দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল শচীন তেন্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলিকে। একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চের এক ধারে বসে থাকা কাম্বলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন শচীন নিজেই। শচীন-কাম্বলিকে আবার মেলালেন তাঁদের প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকার। তাঁর একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আচরেকরের দুই প্রিয় ছাত্র। মঞ্চে উঠেই শচীন দেখতে পান বন্ধু কাম্বলিকে। তাঁর হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শচীন।

উত্তরের মুখ

জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে রানা রায় (বাঁয়ে) ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ২০০২ ব্যাচ ৫৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসমান খোয়াজা, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

পিয়ালি দেবনাথ, শুভ্রা সান্যাল, সবুজ উপাধ্যায়, সনাতন বিশ্বাস, তন্ময় সাহা, কৌশিভ দে, নীলরতন হালদার।

১০ বছর 'কথা' নেই মাহি-ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএলে একই দলের জার্সি পরে মাঠেও নেমেছেন। অথচ, প্রায় দশ বছর কথাবার্তা নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিংয়ের! এমনই অবাক দাবি খোদ হরভজনেরই। বলেছেন, 'প্রায় বছর দশেক হল আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না।'

কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। হরভজন বলেছেন, 'আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না। যখন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলতাম, তখন মাঠের মধ্যে ক্রিকেট সংক্রান্ত কিছু

কথা হলেও বাকি সময়ে কখনও কথা হত না। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কেন বলি না, আমার কাছে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। উত্তর জানা নেই। চেন্নাইয়ে খেলার সময়ও মাঠের বাইরে কখনও কথা হয়নি। আমি ওর ঘরে কখনও যাইনি। ও আসেনি।'

যুবরাজ সিংয়ের মতো হরভজনের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্রুত ইতি পড়ার পিছনে অনেকেই মাহির হাত দেখেন। যুবরাজ বারবার যা নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। হরভজন কখনও অভিযোগের পথে হাঁটেনি। এদিনও বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে ওর সেরকম কিছু থাকলে বলতেই পারে। কখনও ওকে ফোন করিনি আমি। এব্যাপারে আমার কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। যখন জানব, কেউ ফোন ধরবে, তখনই করব, নচেৎ নয়। তাঁকে এড়িয়ে যাব। আমার কাছে যে কোনও সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যুবরাজ সিং, আশিস নেহেরার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।'

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা রাহুলের

'সব পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : তিনি ফর্মে ফিরেছেন। খুঁজে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন আর পিছন ফিরে তাকাতে চান না লোকেশ রাহুল।

তাহলে তাঁর আগামীর পরিকল্পনা কী? সহজ জবাব, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকার পাশে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকা। সাধারণত, একজন ব্যাটার সবসময় তাঁর নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার খোঁজেন। যার মধ্যে থাকে মানসিক সন্তুষ্টি।

রাহুল নিজেকে সেই জায়গার উপরে নিয়ে গিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ইনিংস ওপেনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহুল প্রমাণ করেছেন, মানসিকভাবে তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই আজ অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলে তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন রাহুল। তেমনই মানসিকভাবে তিনি কতটা শক্ত, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। পারথ টেস্টে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে তিনি খেলবেন। তাহলে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল। জবাবে রাহুল বলেছেন, 'যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। শুধু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকতে চাই।' সিরিয়াসভাবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল সাংবাদিকদের সঙ্গে মজাও করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার ব্যাটিং অর্ডার আমি বলব কেন? দলের তরফে আমায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে।' পরক্ষণেই নিজেও হাসতে হাসতে রাহুল বলেন, 'নিজের ব্যাটিং অর্ডার জানি আমি। কিন্তু আপনাদের বলছি না।'

চেতেশ্বর পূজারার মতো অনেকেই ওপেনার রাহুলকে অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতকে

> দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার।
>
> **লোকেশ রাহুল**

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। রাহুলের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর কথায়, 'দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই পারথে ব্যাটিং করেছিলাম। ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জও ছিল। অ্যাডিলেডেও সেই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।'

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই ফর্মের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার সিরিজের বাকি দুই টেস্টে আর সুযোগ পাননি রাহুল। কিন্তু সেই সময়ই তাঁর কাছে বার্তা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্টে ওপেন করতে হবে। রাহুল সেই রহস্য ফাঁস করে আজ বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝেই আমার অস্ট্রেলিয়ায় ওপেন করার জন্য তৈরি থাকতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলাম। যা আমার কাজে লেগেছে।' ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অধিনায়ক রোহিত অ্যাডিলেড টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন। আর লোকেশ ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে, অ্যাডিলেড ওভালে টিম ইন্ডিয়ার নেটে আজ গোলাপি বলের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন রাহুল। যদিও তাঁর অনুশীলনের থেকেও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অধিনায়ক রোহিত বনাম জসপ্রীত বুমরাহর যুদ্ধে। গতকালের অনুশীলনে বিরাট কোহলিকে অন্তত আধ ঘণ্টা নেটে বোলিং করেছিলেন। আজ অধিনায়ক রোহিতকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বোলিং করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভরসা দিয়েছেন বুমরাহ। মূলত অফস্টাম্পের লাইনে ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি রোহিতকে করেছেন বুমরাহ।

গতকাল অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলের প্রস্তুতিতে ভারত ও

ব্যাটিং অনুশীলনে ডিফেন্সে জোর লোকেশ রাহুলের। বুধবার।

অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বহু ক্রিকেটপ্রেমী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়ে বিরক্ত করেছেন। তাছাড়া নেটের প্রায় ঘাড়ের উপর থেকে যেভাবে ক্রিকেটারদের বারবার বিরক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছিল, অ্যাডিলেডে দুই দলের প্রথম দিনের অনুশীলনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকবে। বাকি দিনগুলিতে তেমন ব্যবস্থা থাকবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে আজ।

হ্যাজেলউডকে মিস করবেন লায়োন

'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : একডজন দিনরাতের টেস্ট খেলে এগারোটিতেই জয়।

গত জানুয়ারিতে শেষ গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয়রথ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে। মাঝে আর একটা দিন। আরও একটা গোলাপি বলের টেস্টের জন্য কোমর কষছে অস্ট্রেলিয়া। ০-১ পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। তাগিদ তাই আরও বেশি।

পারথে ভারতের ধাক্কায় অবশ্য কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরাই। তার ওপর ভারত-অজি গত দিনরাতের টেস্টের নায়ক জোশ হ্যাজেলউড নেই। মিচেল মার্শের বোলিং করা নিয়ে অনিশ্চয়তা। অজি অন্দরমহলের খবর, সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। যদিও নাথান লায়োনের বিশ্বাস, শুধু খেলবেনই না, বোলিংও করবেন মার্শ।

তারকা অফস্পিনার এদিন বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, মিচ মার্শকে বল করতে দেখব। সত্যি কথা বলতে ওর ফিটনেস নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। গত অ্যাসেজে লিডস টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

> ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরাও। -নাথান লায়োন

অ্যাডিলেডে বল করতে পারলে ও নিজেও খুশি হবে।'

মার্শের বিকল্প হিসেবে বিউ ওয়েবস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্শকে নিয়ে লায়োনের আশা শেষপর্যন্ত না মিললে অ্যাডিলেডে অভিষেক ঘটবে পেস-অলরাউন্ডার ওয়েবস্টারের। টিম কম্বিনেশন নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল ও পারথ টেস্টের ব্যর্থতা, জোড়া চাপে প্যাট কামিন্সরা। গোলাপি টেস্টে অজিদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেদিকে চোখ থাকবে।

অবশ্য হ্যাজেলউডের না থাকা যে ভারতের জন্য স্বস্তির, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের দিনরাতের টেস্টের রেকর্ড ভালো হলেও জোশের থাকা-না থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। অ্যাডিলেডেই ৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে দল ব্যর্থ হলে হ্যাজেলউডের 'জোশ' বজায় ছিল।

লায়োনও মেনে নিচ্ছেন, জোশকে তাঁরা মিস করবেন। গোলাপি বল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অজি দলের সেরা পেস অস্ত্র। অতীতে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ৮টি দিনরাতের টেস্টে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৮.৮৬। লায়োনের মতে, দুর্ভাগ্য জোশকে না পাওয়া। পাশাপাশি হ্যাজেলউডের মন্তব্য নিয়ে বিভাজনের খবরকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লায়োনের দাবি, আদ্যোপান্ত টিমম্যান।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে কাঁটা হতে চলেছেন। তবে লায়োনের দাবি, একজন-দুজন নয়, পুরো ভারতীয় দলই তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভারতীয় দল তারকা খেলোয়াড়ে ভরা। বুমরাহর মতো অসাধারণ প্লেয়ার ভারতীয় দলে রয়েছে। আছেন বিরাটের মতো তারকা। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম।

স্পিন অস্ত্রে শান নাথান লায়োনের। বুধবার অ্যাডিলেডে।

আর টেস্ট-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিলেড টেস্টের নীলনকশায় যা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ভারতকে নিয়ে লায়োন আরও বলেছেন, 'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। ভারতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে সমীহ করলেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছে, যা ভারতীয় দলের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।'

দাবি অ্যাডিলেডের পিচ প্রস্তুতকারকের

চাবিকাঠি পেসারদের হাতে, মিলবে স্পিনও

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : ৩৬-এর লজ্জা নিয়ে শেষবার অ্যাডিলেড থেকে ফিরেছিল ভারত। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সর্বনিম্ন স্কোর। সামনে আরও একটা অ্যাডিলেড টেস্ট। ফের গোলাপি বলে দিনরাতের টক্কর। আবারও কি ব্যাটারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠবে মাঝের বাইশ গজ? শুক্রবার শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে যা নিয়ে জোর জল্পনা।

অ্যাডিলেড পিচের 'বিশ্বকর্মা' ড্যামিয়েন হাউ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। দাবি, তাঁর তৈরি বাইশ গজে সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সাহায্য পাবে। ম্যাচ যত এগোবে, স্পিনাররাও কার্যকর ভূমিকা নেবে। ম্যাচে কে ছড়ি ঘোরাবে, পূর্বাভাসের পথে হাঁটতে নারাজ। অ্যাডিলেডের পরম্পরামাফিক পিচ হয়েছে।

রাতের আলোয় নতুন গোলাপি বলের আচরণ নিশ্চিতভাবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ড্যামিয়েনও বলে দিচ্ছেন, বোলাররা সেই সময় নতুন বলটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে দর্শকরা বিনোদনের মশলা পাবে।

অ্যাডিলেডে পা রেখে হাউয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন প্যাট কামিন্স। তবে পুরোটাই সৌজন্যমূলক। পিচ নিয়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

> রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়। গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে।
>
> **ড্যামিয়েন হাউ**
> অ্যাডিলেডের কিউরেটর

'রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়।'

হাউয়ের যুক্তি, দিনরাতের টেস্টের প্রয়োজনমাফিক মাঝের বাইশ গজ। ২০১৫ সালের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট থেকে সেটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে ড্রপ-ইন পিচ ব্যবহার করা হত। শেষবার অ্যাডিলেডে ড্রপ-ইন পিচে খেলা হয় ভারতের বিরুদ্ধে (২০১৪-'১৫)। ফিল হিউজসের স্মরণে হওয়া টেস্ট। শেষ দিনে নাথান লায়োনের স্পিন ভেলকি জয় এনে দেয় অজিদের। ২০১৫ থেকে বদলে যাওয়া পিচে স্পিনাররা সাহায্য পেলেও চাবিকাঠি মূলত পেসারদের হাতেই।

ড্যামিয়েন জানান, গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে। পাশাপাশি নীচে কালো মাটির স্তর থাকায়, শেষদিকে স্পিনাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে পুরোনো বল কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে ব্যাটারদেরও। ড্যামিয়েনের দাবি কতটা মেলে, শুক্রবার থেকে সেই হিসেব মেলানোর পালা।

যুব এশিয়া কাপ

সেমিতে ভারত

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। বড় রান পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ৪৬ বলে ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন দলকে তিনি।

আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৩ বছরের বৈভবকে দলে নিয়েছে

ভারতকে জেতানোর পর বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকে চর্চায় তাঁর নাম। যদিও যুব এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান না পাওয়ায় বৈভবকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে এদিন শুরুতে ব্যাট করে ১৩৭ রান তোলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ ৩ উইকেট নেন। এছাড়াও জোড়া শিকার চেতন শর্মা ও হার্দিক রাজের। রান তাড়া করতে নেমে টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দুই ওপেনার। বৈভবকে যোগ্য সংগত করেন আয়ুষ মাত্রে (৫১ বলে ৬৭)।

দাবি ইয়ান চ্যাপেলের

দলে ওয়ার্নারের সাহসিকতার অভাব রয়েছে

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে ক্রিজে মানে বিস্ফোরক শটের ফুলঝুরি।

নতুন হোক বা পুরোনো বল-বাইশ গজে ঝড় তোলা বরাবর বাঁয়ে হাত কা খেল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দল ডেভিড ওয়ার্নারের সেই 'বাঁয়ে হাত কা খেল'-এর অভাব টের পাচ্ছে। দাবি ইয়ান চ্যাপেলের। প্রাক্তনের যুক্তি, শুরুতে ওয়ার্নারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বাকিদের কাজ সহজ করে দিত। কিন্তু ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্বটা এখনও কেউ নিতে পারেনি।

ইয়ান বলেছেন, 'আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন

ব্যাটে রান না থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে মার্নাস লাবুশেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত। বাইশ গজে ওর দাপুটে উপস্থিতি এবং ছাপ রেখে যাওয়া, নিশ্চিতভাবেই যা মিস করছে বর্তমান দল।'

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। স্টিভেন স্মিথ বেশ কিছু টেস্টে ওপেন করলেও সুরাহা হয়নি। উলটে ব্যাটিং-কম্বিনেশন ঘেঁটে গিয়েছে। ওপেনিংয়ে টানা ব্যর্থতার জেরে স্মিথ এখন হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পারথে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও দুই ইনিংসেই ব্যর্থ।

চ্যাপেলের পরামর্শ, ওয়ার্নারের দায়িত্বটা টপ থ্রি-র মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজাদের নিতে হবে। নতুন বলে প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু সমস্যা, খোয়াজা-লাবুশেনদের সহজাত ব্যাটিং-স্টাইল ঠিক এর উলটো। দুজনেই রক্ষণাত্মক ব্যাটার।

ইয়ানের আরও সতর্কবার্তা, পারথ টেস্টের পুনরাবৃত্তি যদি অ্যাডিলেডেও হয়, তাহলে ঘোর সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়া। কাটাছেঁড়া চলবে ব্যাটিং নিয়ে। বড়সড়ো রদবদলও ঘটে যেতে পারে।

> আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

'অস্ট্রেলিয়া যদি দ্বিতীয় টেস্টেও হারে, ব্যাটিং কিন্তু আতশকাচের নীচে থাকবে। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে প্রতিভার অভাবের বাস্তব চিত্র সামনে চলে আসবে। দল নির্বাচন হয়ে উঠবে মাথাব্যথার কারণ।'

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্ক করছেন। বলেছেন, 'টেস্ট ম্যাচ হারার চেয়ে আমি সবথেকে আশঙ্কায় বিরাটের শতরান পাওয়া নিয়ে। আমার ধারণা, চলতি সিরিজে ভারতের পক্ষে বিরাটই সবাধিক রানসংগ্রাহক হতে চলেছে।' শুক্রবার শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে বিরাটের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আরও একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১০টি সেঞ্চুরি হবে বিরাটের।

মুস্তাকে আজ বেঁচে থাকার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বাইশ গজে বিরাট যুদ্ধ!

দুই দলের পয়েন্ট সমান। দুই দলই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুই দলই চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো ছন্দে রয়েছে।

সেই দুই দল, বাংলা ও রাজস্থানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বাংলা-রাজস্থান পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন জিতলেই নকআউট পর্ব। আর হারলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে হলে সব ম্যাচেই চাপ থাকবে। সাফল্যের প্রত্যাশাও থাকবে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দল হিসেবে আমরা ভালো ছন্দে রয়েছি। আকাল রাজস্থান ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

> সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বল হাতে মহম্মদ সামি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। নিয়মিত উন্নতি করছেন। সামি ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' বাংলা দলের অন্দরে চোট-আঘাতও রয়েছে। বাঁহাতি পেসার কনিষ্ক শেঠের চোট রয়েছে। কাল তাঁর পরিবর্তে মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। প্রয়াস রায়বর্মনের বদলে প্রদীপ্ত প্রমাণিকের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'আগামীকাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে আমরা একটি ম্যাচ খেলেছি। স্পিনাররা সাহায্য পেয়েছিল সেই ম্যাচে। তাই আগামীকাল প্রদীপ্তকে খেলানোর কথা ভাবছি আমরা।' সামির ছন্দের পাশে ওপেনারের ভূমিকায় করণ লালের ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাকে। শেষ ম্যাচে করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপরাজিত ৯৪ রান করে। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচনের ম্যাচেও করণের ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

'জলে হাঁসের বিচরণ, টেস্টে পন্থের ব্যাটিং'

ঋষভকে নিয়ে দ্রাবিড়ের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জলে অবাধে, অনায়াসে বিচরণ করে হাঁস। এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যের দিকে। ঠিক একইভাবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দলকে ভরসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান ঋষভ পন্থ। পৌঁছে দেন জয়ের লক্ষ্যে।

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে এভাবেই ব্রিসবেনের গাব্বায় অপরাজিত ৮৯ করে অবিশ্বাস্য, ঐতিহাসিক জয় এনেছিলেন তিনি। টেস্টের পাশে সিরিজও জিতেছিল ভারত। গাব্বায় ঋষভের সেই মায়াবী ইনিংসের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন ঋষভ। তাঁকে নিয়ে এবারও স্যর ডনের দেশে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এহেন ঋষভকে নিয়ে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে আবেগে ভেসেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে

জিম সেশনের ফাঁকে বিরাট কোহলি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।'

টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিডকে নিয়ে আবেগে ভেসে দ্রাবিড় নিজেই টেনে এনেছেন গাব্বা টেস্টের প্রসঙ্গ। বলেছেন, 'ব্রিসবেনের গাব্বার সেই টেস্ট ছিল অবিশ্বাস্য। ৩২৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ঋষভ অনায়াসে পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। বাইশ গজে ও এমন সব শট খেলে, দেখে মনে হয় হাঁস জলের মধ্যে বিচরণ করছে। টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে ও।' চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে দ্রাবিড়ের দ্বিশতরান রয়েছে।

অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ডিং লিরেনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সিঙ্গাপুরে।

টানা পঞ্চম ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর : সাড়ে চার ঘণ্টা ও ৫১ চালের লড়াইয়ের পর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন। ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল ৪।

গতকালের মত এদিনও লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন গুকেশ। সময় নষ্ট করে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে যান লিরেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফেরেন তিনি। ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর চালে ভুল করে গুকেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপরও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে যান গুকেশ। এমনকি ম্যাচ থ্রি ফোল্ড রিপিটেশনে (ম্যাচ তিনবার একই জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেই পরিস্থিতিকে থ্রি ফোল্ড রিপিটেশন বলা হয়। এমন অবস্থায় কোনও প্রতিযোগী ড্রয়ের আবেদন করতে পারেন।) ড্র করার সুযোগ থাকলেও সে পথে না গিয়ে গুকেশ জেতার জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন। ম্যাচের পর গুকেশের মন্তব্য, 'খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম না। মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ আছে। তাই খেলা চালিয়ে যাই।'

অন্যদিকে, গুকেশের ওপেনিং নিয়ে লিরেনের মন্তব্য, 'শুরুর দিকে এতটা সময় নিচ্ছি কারণ গুকেশের ওপেনিং সত্যিই আমাকে চমকে দিচ্ছে।'

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ফাইনালে

মাসকাট, ৪ ডিসেম্বর : জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দেখা যাবে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। ভারতের হয়ে গোল করেন দলরাজ সিং, রোহিত ও সারদানন্দ তিওয়ারি।

১০ মিনিটে দলরাজ সিং ভারতকে এগিয়ে দেন। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রোহিত। শেষ কোয়ার্টারে তৃতীয় গোলটি করেন

জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকি

সারদানন্দ তিওয়ারি। ম্যাচের শেষলগ্নে কামারুদ্দিন মালয়েশিয়ার হয়ে একটি গোলশোধ করেন। এই নিয়ে টানা জুনিয়ার এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দল। বুধবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে মরিয়া পিআর শ্রীজেশের ছেলেরা। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৪-২ গোলে জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বাকি মরশুমে নেই কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : বড় ধাক্কা ওডিশা এফসি-র সামনে। গুরুতর চোটের জেরে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন রয় কৃষ্ণা। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সের্জিও লোবেরার দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি ইনজুরি রয়েছে। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওডিশা কোচ লোবেরা। তিনি মেনে নেন, 'রয়ের না থাকা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বড় ধাক্কা।'

আইএসএলে সবে জয়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সময়ই বলবে তারা কতটা এগোতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত সদর্থক ভাবনাচিন্তাগুলি একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সামনে মেলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

বিদেশের ভালো ফল কাজে লাগছে : দিমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ হালকা চালেই শুরু করা যাক! কলকাতার কী কী ভালো লাগল?

দিয়ামান্তাকোস : এই শহরটা খানিকটা গ্রিসে আমার শহরের মতোই। মানে শহর যেরকম হয় আর কী। প্রচুর বড় এবং উঁচু বাড়ি। কোচি একটু গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা, সমুদ্রে ধারগুলো যেমন হয়। এখানে এসে আমার নিজের শহরে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে। আসলে আমি এথেন্সে জন্মেছি ও বড় হয়েছি তো তাই এরকম জায়গাই আমার পছন্দের।

■ এখানকার খাবার খেয়েছেন?

দিয়ামান্তাকোস : এখানকার খাবার বড্ড মশালাদার। একদম খেতে পারি না। চিকেন টিক্কা ভালো।

■ ইলিশ মাছ খেয়েছেন? ইস্টবেঙ্গলের মাছ এটা।

দিয়ামান্তাকোস : না, খাইনি। জানতাম না। এবার খেয়ে দেখব।

■ সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে আপনি যে কোনও দলে যেতে পারতেন। কিন্তু গত চার বছর শেষদিকে থাকা ইস্টবেঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

দিয়ামান্তাকোস : শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ যখন কথা বলে তখন এই ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে শুনি। এমন একটা দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাদের ট্রফি জয়ের ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। ইস্টবেঙ্গল অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে চলেছে, সেটাও আমাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া এবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও কারণ। অনেককিছু করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছিল।

■ এই কোচ আসার আগে কখনও মনে হয়েছে, না এলেই ভালো হত?

দিয়ামান্তাকোস : না, মনে হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই বিষয়ে এই ধরনের কিছু ভাবলে তাতে ভালো হয় না। একবার বেছে নিয়েছ মানে এবার সফর শেষ করতেই হবে। তাছাড়া এবার দলগঠন নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল না। হয়তো সবসময় সবকিছু ঠিক যায় না। কিন্তু সেটা তো নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

■ অস্কার ব্রুজোঁ আসার পর কীরকম পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

দিয়ামান্তাকোস : প্রত্যেক কোচের ফুটবল আদর্শ আলাদা হয়। আসল পরিবর্তন হয়েছে মানসিকতায়। আমাদের এটাই সমস্যা ছিল। ম্যাচ হারতে শুরু করলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা হারিয়ে যায়। তখন সেটা ফিরিয়ে আনাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নতুন কোচ এসে বিশ্বাসটা প্রথমে ফিরিয়েছেন। এবার এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

■ শুধু মানসিকতার পরিবর্তন নাকি সাজঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ?

দিয়ামান্তাকোস : সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ওটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তুমি নিজের সেরাটা দিচ্ছ অথচ হারতেই থাকো, হারতেই থাকো, তখন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমরা সেটাই বদলেছি। ফলে জয়ে ফিরতে পেরেছি। বদলটা লাগে। ২৫ জন ফুটবলারকে তো আর বদলানো যায় না। তাই কোচের বদল হয়েছে।

■ ফিটনেস কি সঠিক জায়গায় ছিল?

দিয়ামান্তাকোস : এটা নিয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। কোচরাই বলতে পারবেন। আমার ফিটনেস বেড়েছে, এটুকুই বলতে পারি।

■ এখনও আপনারা লিগ তালিকার ১৩ নম্বরেই আছেন মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে। কতটা এগোনো সম্ভব?

দিয়ামান্তাকোস : এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, জয়ের ধারাবাহিকতা। মরশুমের শেষ অবধি নিংড়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে!

■ একটা দল যখন ভালো করে তখন তাদের একজন ভালো নেতা থাকে। মাঠের থেকেও বেশি মাঠের বাইরে। আপনাদের দলে সেটা কে ?

দিয়ামান্তাকোস : আমাদের দলে তিন-চারজন এমন আছে যারা জুনিয়ারদের সাহায্য করে। ভারতীয়-বিদেশি মিলিয়ে অভিজ্ঞরা। খারাপ সময়ে জুনিয়ারদের পাশে থাকাটা জরুরি। খারাপ সময়েও আমাদের মধ্যে একতা ছিল।

■ গত বছরের সর্বাধিক গোলদাতার সবে গোল পাওয়া শুরু হল। শুরুটা এত খারাপ কেন? দল গোল খেলে কি স্ট্রাইকারদের চাপ হয় ?

দিয়ামান্তাকোস : আসলে ম্যাচ না জিতলে গোল করার আত্মবিশ্বাসটা কমে গিয়ে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমি সবসময় জিততে আর গোল করতে পছন্দ করি। ভালো লাগছে সেটা শুরু করতে পেরে। আশা করছি, এভাবেই চলবে এখন।

গোল হজম করলে গোটা দলই সমস্যায় পড়ে। গোল না খেলে অন্তত একটা পয়েন্ট আসবে। গোল করলে জয়ের সুযোগ বাড়ে। এএফসির পর থেকে টানা পাঁচ ম্যাচ আমরা হারিনি। তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এটার দরকার ছিল। বিদেশে ভালো কিছু দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফেরাটা আইএসএলে কাজে লাগছে।

■ এএফসিতে আরও ভালো করার আশা রাখেন?

দিয়ামান্তাকোস : অবশ্যই। তবে এখনও মাস চারেক বাকি। আপাতত আইএসএলে মনোনিবেশ করেছি আমরা। কোনও টুর্নামেন্টে একবার ভালো কিছু করলে আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকবেই।

■ হবি কী ?

দিয়ামান্তাকোস : বাবা হওয়ার পর থেকে ছেলে পানোস আমার যাবতীয় ফাঁকা সময় নিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে খেলি, ওকে এখানে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানে নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীকেও সময় দিতে হয়।

চলতি আইএসএলে বাকি সফরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ফর্মের উপর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর রণনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

ভারতীয় ফুটবলে বাগান এখন বেঞ্চমার্ক : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ দশ বছর আগেই এদেশে কোচিং শুরু করেন। স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি হয়ে এবার কলকাতায়। ফুটবল পরিবেশে কী পার্থক্য দেখছেন?

অস্কার : সেই ২০১১ সাল থেকেই গোয়া এবং কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মূল জায়গা এটা বুঝেছিলাম। তাই এখানকার ঐতিহ্য, বড় ক্লাবের পরম্পরা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর সম্পর্কে আমার ভালোই জানা ছিল। তখন গোয়াতে ডেম্পো, সালগাঁওকার, চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিংয়ের মতো দলগুলির মধ্যেও এসব ছিল যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওদেরটা ভেঙে পড়েছে। এটা আনন্দের যে কলকাতার দুই ক্লাব নিজেদের সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা জরুরি।

■ প্রত্যেক কোচেরই নিজস্ব ফুটবল দর্শন থাকে। আপনার দর্শন কী?

অস্কার : এটা একটা জটিল বিষয়। প্রথমত একজন কোচের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যে তুমি কেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছ। অবশ্যই আমার একটা ধারণা আছে। সেরা ফুটবলটা কীভাবে তুলে ধরতে হয় সেই রাস্তাটা আমি জানি। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের ধারণার সঙ্গে দলের গঠন খাপ খায় না। ফলে তখন শুধুই ফুটবলীয় ধারণা দিয়ে সবটা করা যায় না। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখার চোখটা জরুরি। ফুটবলাররা কেমন, দলের পরিস্থিতি, অবস্থান, ক্ষমতা, সবকিছু। আর কোচ হিসাবে তোমাকেই প্রথম মানিয়ে নিতে হবে। যেটা আমি করছি। একজন কোচকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

■ বিশেষ কোনও কোচের দর্শন অনুসরণ করেন?

অস্কার : অনেক কোচের। যখন ফুটবলারদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনতে হয় তখন আমি উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করি। আমি স্প্যানিশ বলে লা লিগা আমার কাছে সেরা উদাহরণ তুলে ধরে। কী পদ্ধতিতে খেলাবে, খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো কী করে, সেগুলো দেখি আর ভাবি। কোনও ফুটবলারের থেকে সেরাটা দরকার হলেও এটা করি। একজন কোচের নাম এক্ষেত্রে বলতে পারব না। পেপে বোরদালাস, জুরগেন ক্লপ, পেপ গুয়ার্দিওয়ালা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে হলে, শরীরী ফুটবলে হোসে মোরিনহো, উনাই এমেরি, লুইস এনরিকে, এরকম আরও কত আছেন ।

■ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েই প্রথম কী মনে হয়েছিল?

অস্কার : দলে যোগ দেওয়ার আগেই আমার কাছে যাবতীয় তথ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে। আইএসএলে ৬টা ম্যাচ খেলার পর আমি যোগ দিই। ফলে আমার দলটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। আমার ভিডিও অ্যানালিস্ট, টেকনিকাল কাজে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। ওখান থেকেই আমার কাজটা শুরু হয়। এটা ছাড়াও আমি কথা বলে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা পারো ম্যাচটা খেলতে নামি। যে ম্যাচটায় আমরা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলি। আমার ভাবনা ওখানে প্রথমবার কাজে লাগল। শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বুঝলাম ও সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি।

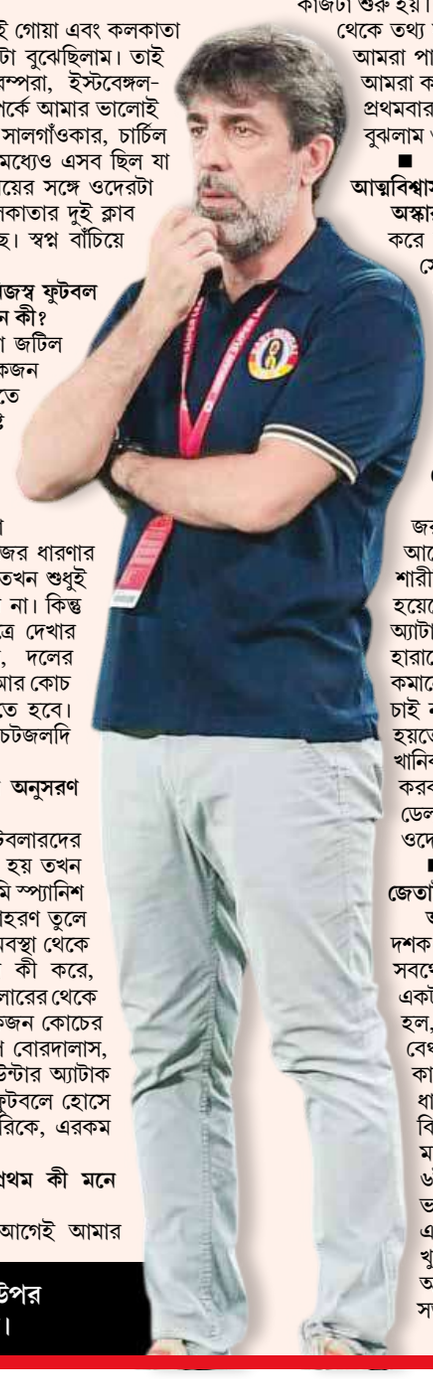

■ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপই তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরাল?

অস্কার : অবশ্যই। পারোর বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে দুই গোল খেয়ে যাওয়া বোকামি ছিল। সেসময়ই আমি বুঝি ফাঁকটা কোথায়। এদেশে লম্বালম্বি এগোনো এবং সেট পিস কাজে লাগানোর উপর মূলত ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবেই মানিয়ে নিয়ে এগোই।

■ আপনার আগেও স্প্যানিশ কোচই ছিলেন। আপনি এসে কি মানসিকতায় পরিবর্তন করলেন নাকি খেলার ধরনে?

অস্কার : কী পরিবর্তন করেছি থেকেও জরুরি দুজনেই কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করা। আমাকে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোয় জোর দিতে হয়েছে। খেলার মধ্যে সংঘবদ্ধতা, কাউন্টার অ্যাটাকে চাপ বাড়ানো এবং বলের দখল না হারানো। আমাদের সঙ্গে ফুটবলারদের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ অন্য কোচেদের ভাবনাচিন্তা হয়তো আলাদা। ও বার্সেলোনার মানুষ। খানিকটা কর্তৃত্ববান। তবু আমি ওর প্রশংসাই করব কারণ ও ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছে। ডিমাস ডেলগাদোরও ফুটবল জ্ঞান অসম্ভব। হয়তো ওদের ভাবনাচিন্তাগুলো কাজে দেয়নি।

■ সমর্থকদের হৃদয় জিততে ডার্বি জেতাটা জরুরি এখানে। পারবেন?

অস্কার : আমি এটা জানি। গত কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে এই ডার্বিটাই সবথেকে বড় ম্যাচ। এটা একটা ম্যাচ নয়, একটা ট্রফির মতো। তাছাড়া আর একটা হল, গত কয়েকবছরে এদেশের ফুটবলে বেঞ্চমার্ক হল মোহনবাগান ম্যাচ জেতা। কারণ ওরা বড় ক্লাব, দারুণ স্কোয়াড, ধারাবাহিকতা, ট্রফি....তাই চ্যালেঞ্জটা বিশাল। কিন্তু আমরা এখন ট্রফি জিততে মরিয়া। তাই ১১ জানুয়ারি ডার্বির আগের ৬টা ম্যাচে জিততে হবে আইএসএলে ভালো জায়গায় থাকতে। আশা করছি এবার ডার্বিতে অন্য গল্প হবে। সমর্থকরা খুশি হতে পারবেন। ঘরের মাঠে জেতার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলেই সম্ভব উপরের দিকে এগোনো।

আক্রমণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রক্ষণের দুর্বলতা ঢাকতে আক্রমণে জোর দিচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। কার্ড সমস্যায় শুভাশিস ও আলবার্তো নেই। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। রবিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিন বিদেশিকে খেলাবেন তিনি।

চেন্নাই ম্যাচে নেই নুঙ্গা

আইএসএলের শুরুর দিকে আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন মোলিনা। কিন্তু রক্ষণ জমাট না বাঁধায় বাধ্য হন দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকে একসঙ্গে খেলাতে। গত ম্যাচে কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও আরও একবার আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পাচ্ছেন মোলিনা। সেক্ষেত্রে মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিংসকে একসঙ্গে খেলানোর অপশন থাকছে বাগান কোচের হাতে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা।

বুধবার অনুশীলনে আক্রমণে বাড়তি জোর দিলেন তিনি। শুরুতে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন বাগান ফুটবলাররা। পরে দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠার দিকেও নজর ছিল মোলিনার। এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেননি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। তিনি অবশ্য নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার মোহনবাগান গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেবে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে পুরো সময় দেখা গেল স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে। প্রথমের দিকে সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিন নন্দকুমারও পুরো সময় অনুশীলন করলেন। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গা। তাঁর পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান কাপ থেকে বিদায় বায়ার্নের

প্রথম লাল কার্ড ন্যুয়েরের

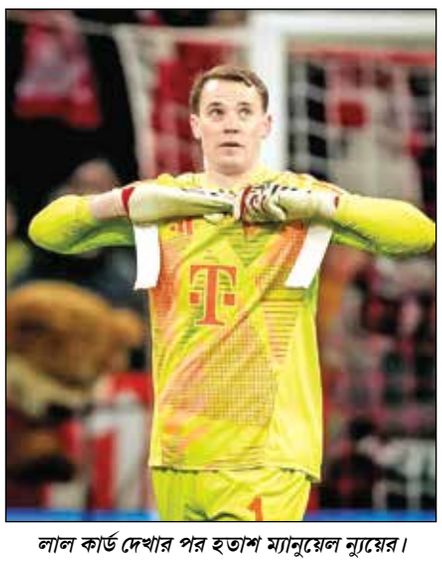

লাল কার্ড দেখার পর হতাশ ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

মিউনিখ, ৪ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে লেভারকুসেনের কাছে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় বায়ার্ন মিউনিখের। ১০ জনে খেলে ১-০ গোলে হার জার্মান জায়েন্টদের।

ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে বিপত্তি ঘটান বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জেরেমি ফ্রিংপংকে ফাউল করে কার্ড দেখেন। ১৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় মিউনিখকে। কেরিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ন্যুয়ের। বাকি সময় বায়ার্নের গোলের নীচে খেললেন ড্যানিয়াল পেরেতজ।

এদিকে, দশজন হয়ে যাওয়ায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। তার মাঝেও কিংসলে কোমান, লেওন গোরেৎজারা যদিও বা দুই-একটা সুযোগ পেলেন, তাও কাজে লাগাতে পারলেন না। উলটোদিকে, লেভারকুসেনের হয়ে ৬৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাথান টেলাস। এই জয়ের ফলে জার্মান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জাভি অলন্সোর দল। এদিকে, দলের হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে দায়ী করলেন ন্যুয়ের। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রক্ষণে জোড়া বিদেশির ভাবনা চেরনিশভের

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ছয় বিদেশিকে মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ছক কষছেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুক্রবার দিল্লিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সাদা-কালো ব্রিগেডের। বুধবার সকালে প্রস্তুতি সেরে বুধবারই রাজধানী শহরে পৌঁছেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, বিকাশ সিংরা। যদিও জামশেদপুর ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় কলকাতায় ফিরেছেন রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচে রক্ষণ জমাট করতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও জোসেফ আদজেইকে একইসঙ্গে খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কা ও সিজার লোবি মানঝোকির মধ্যে একজনকে বসতে হতে পারে।

এদিকে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে মহমেডান কর্তাদের হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দাবি করে সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে একই গ্যালারিতে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুর। পাশাপাশি জামশেদপুরের সমর্থকরা তাঁদের সঙ্গে এবং সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলেও জানান মহমেডান সচিবের। তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য করে সাম্প্রদায়ীক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।' যদিও এফএসডিএলের তরফে জানানো হয়েছে মহমেডানের কর্তা থেকে তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা, সকলকেই হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বসেছিলেনও সেই বক্সেই।

গোল না করেও বার্সার জয়ের নায়ক ইয়ামাল

জোড়া গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন রাফিনহার।

মায়োরকা, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল শুরু থেকেই মাঠে নামলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। তবুও মায়োরকার বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর তিনিই।

মঙ্গলবার ইয়ামাল ফিরলেও আরেক তারকা রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে ছাড়াই দল সাজান বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেই জায়গায় খেলান ফেরান টোরেসকে। ১২ মিনিটে কাতালান জায়েন্টদের এগিয়ে দেন টোরেসই। ঘরের মাঠে মায়োরকা অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তাদের চেপে ধরে বার্সা। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন ইয়ামাল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনহা। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোলটিও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইয়ামালের মাপা পাস ধরে বল জালে জড়ান তিনি। মিনিট পাঁচেক পর ১৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তরুণের সাজিয়ে দেওয়া বলেই গোল করেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। ৮৪ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন পাও ভিক্টর।

গোল না পেলেও বার্সার এই জয়ের কৃতিত্ব ইয়ামালকেই দিচ্ছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। ইতিবাচক আক্রমণ তৈরি করেছে। নিজেও গোল পেতে পারত।' পাশাপাশি বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা মধুমতী হনমন্ত গুনালে - কে 06.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90L 81906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারির আগমন ঘটে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমি মনস্থির করি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার। এটি আমার জীবনে কার্যকরি প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি। এমন একটি উপলক্ষের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।